গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ২৬ নভেম্বর ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ২.০০ টাকা

১৭ নভেম্বরের বাংলা বন্‌ধে

জনগণের বিপুল সাড়া

বন্‌ধ ব্যর্থ করার নজিরবিহীন আয়োজনও ব্যর্থ

১৭ নভেম্বর মহান রুশ বিপ্লব দিবসে পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলনের ইতিহাসে আর একটি সংগ্রামী অধ্যায় যুক্ত হল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ১২ দফা দাবিতে এস ইউ সি আই-এর ডাকা ২৪ ঘন্টার বাংলা বন্‌ধে এদিন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন।

এস ইউ সি আই-এর ডাকা এবারের বন্‌ধ ব্যর্থ করতে শাসক দল সি পি এম ও তাদের সরকার কতদূর বদ্ধপরিকর ছিল, তা বন্‌ধের আগে ও বন্‌ধের দিন তাদের নজিরবিহীন আয়োজন থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। বাস্তবে বন্‌ধকে ব্যর্থ করতে এবারে তারা যে বিস্তৃত পরিকল্পনা নিয়েছিল তা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি।

১০ নভেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট এক নির্দেশ জারি করে বলে, ১৭ নভেম্বর এস ইউ সি আই-এর বন্‌ধের দিন যাতে রাজ্যের সব কিছু সচল থাকে, সেজন্য সরকারকে যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হবে। শুধু তাই নয়, বন্‌ধের দিন সরকারি কর্মচারীরা কাজে না এলে তাঁদের ১ দিনের বেতন কাটার নির্দেশও কোর্ট দেয়, যা ইতিপূর্বে কোনদিন কোনও বন্‌ধে হয়নি। কোর্টের এই নির্দেশ সি পি এমের হাতে বন্‌ধকে ব্যর্থ করতে বাড়তি অস্ত্র যুগিয়ে দেয়। সেই কারণে দেখা যায়, যে সি পি এম সরকার ক্যাপিটেশন ফি নিয়ে মেডিকেলে ছাত্র ভর্তি বাতিল করে মেধা পরীক্ষার ভিত্তিতে

পনের পাতায় দেখুন

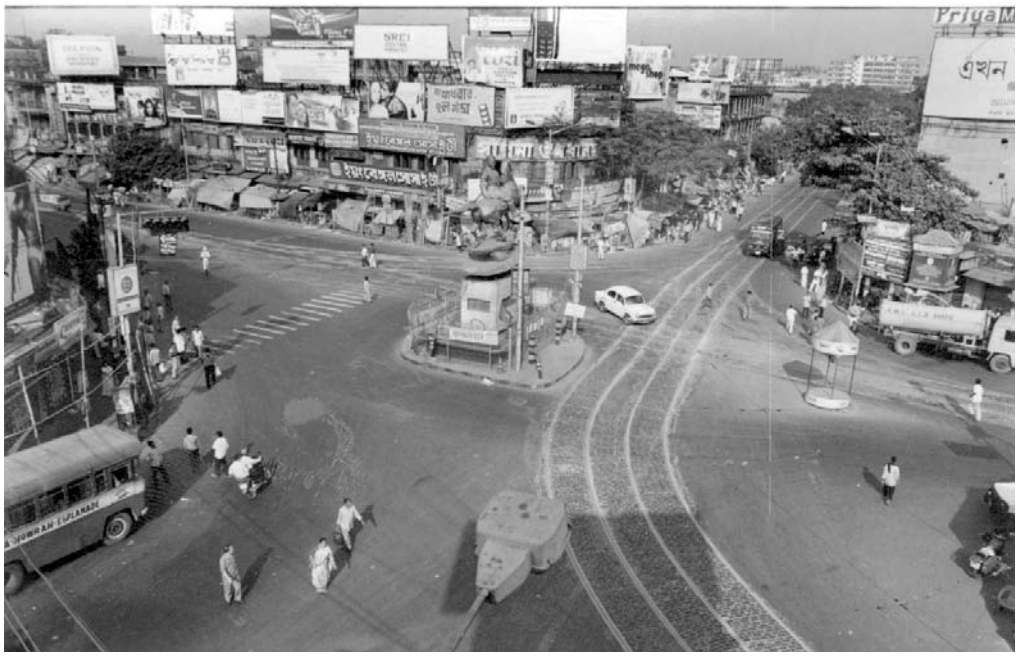

শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়

জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসের পূর্ণ মর্যাদা আমরা দেব

— প্রভাস ঘোষ

১৭ নভেম্বর বন্‌ধের দিন বিকালে এস ইউ সি আই রাজ্য দপ্তরে এক ভিড়ে ঠাসা সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কমরেড রণজিৎ ধর ও কমরেড মানিক মুখার্জী।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, সকল হুমকি, চাপ, আক্রমণ অগ্রাহ্য করে অসাধারণ দৃঢ়তায় পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী জনগণ যেভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ১২ দফা দাবিতে ১৭ নভেম্বরের বাংলা বন্‌ধ অভূতপূর্বভাবে সফল করেছেন, সেজন্য তাঁদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি সরকারি কর্মচারীদের যাঁরা সরকারের হুমকি উপেক্ষা করে এই বন্‌ধে সামিল হয়েছেন। অভিনন্দন জানাচ্ছি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সমিতি ও সর্বস্তরের জনগণকে যাঁরা এই বন্‌ধকে সর্বাত্মকভাবে সফল করে গণআন্দোলনের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছেন।

তিনি বলেন, ১৭ নভেম্বর দিনটি আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটি সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবস হিসাবে পালন করার ডাক দিয়েছিল। এদিন সকল রাজ্যে, কোথাও বিক্ষোভ মিছিল, অবস্থান, অবরোধ, কোথাও বন্‌ধ হয়েছে। আজ পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ত্রিপুরার আগরতলায় এবং আসামের বরাক উপত্যকায় ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গোয়ালপাড়া জেলায় আমাদের দলের ডাকে বন্‌ধ হয়েছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

বন্‌ধ চিত্র জেলায় জেলায়

দার্জিলিং

দার্জিলিং জেলায় শিলিগুড়ি শহর সহ সমগ্র মহকুমা, কালিম্পং, কার্শিয়াং মহকুমাতে ১৭ নভেম্বর বাংলা বন্‌ধ ছিল সর্বাত্মক। সরকারি হুমকি, প্রায় সব দলের বিরোধিতা ও আইনি বেড়াজাল উপেক্ষা করে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে বন্‌ধ সফল করেছেন। হাইকোর্ট বন্‌ধ বিরোধী রায় দেওয়ার পরেও কর্মচারীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ একমাত্র এস ইউ সি আই দলের আন্দোলনের প্রতিই সহমত জ্ঞাপন করেছেন। এস ইউ সি আই-এর আন্দোলনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থেকে বন্‌ধ সমর্থন করেছেন সিপিআরএম-এর মুখপাত্র ডি এস বোমজান, এবিজিএল-এর সভাপতি ডাঃ এইচ বি ছেত্রী এবং কার্শিয়াং মোটর কর্মচারী সমিতির পক্ষে তিলক গুরুঙ।

বাংলা বন্‌ধ ভাঙতে পথে নেমেছিলেন মেয়র সহ বহু সিপিআই(এম) কর্মী, ছিল ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা; এতদ্‌সত্ত্বেও বন্‌ধ ছিল সর্বাত্মক। যানবাহন, দোকান-বাজার ও বেশিরভাগ অফিস খোলেনি। পুলিশ একজন ছাত্রকর্মী সহ ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়ি কোর্ট মোড়ে। বহু মানুষ এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে ধিক্কারে ফেটে পড়েন। শিলিগুড়ি ছাড়া ফুলবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া এবং এন জে পি স্টেশনে বন্‌ধ-এর সমর্থনে মিছিল করা হয়।

কোচবিহার

১৭ নভেম্বর কোচবিহার জেলার সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত বন্‌ধ হয়েছে। দোকান-বাজার-হাট, স্কুল-কলেজ, বেসরকারি যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। ফাঁকা সরকারি বাস চালানো হয়েছে। সরকারি অফিসে অনেকে ছুটি নিয়ে বন্‌ধকে সমর্থন করেছেন। পুলিশ দিয়ে সকাল থেকে সরকারি অফিস খোলা হয়েছে। যাঁরা অফিসে এসেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই বন্‌ধের সমর্থনে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

বন্‌ধের দিন কোচবিহার জেলায় গ্রেপ্তার হয়েছে ৩৭৪ জন। শুধু হলদিবাড়ীতে ২০০ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। তুফানগঞ্জে বন্‌ধের সমর্থনে যখন মিছিল বের করা হয় তখন পুলিশ অতর্কিতে মিছিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং প্রচণ্ড লাঠিচার্জ করে, ৩ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। মিছিলের সকলকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে। দিনহাটায় পুলিশ মিছিলের উপর প্রচণ্ড লাঠিচার্জ করে, ৬ জন আহত হয়। দিনহাটা, সিতাই, মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ, চ্যাংরাবান্ধা, জামালদহ ও হলদিবাড়ী সর্বত্র সর্বাত্মক বন্‌ধ হয়েছে। কোচবিহার শহরের অফিসপাড়া, সাগরদীঘির পাড়ে মিছিলের উপর প্রচণ্ড লাঠিচার্জ করে পুলিশ। ছাত্রী কর্মী মৃণালিনী রায়কে অশালীনভাবে মারধর করে জামাকাপড় ছিঁড়ে টেনে হিঁচড়ে পুলিশের ভ্যানে তোলে। সিতাই ব্লকে সিপিএম বন্‌ধ ব্যর্থ করার জন্য প্রচার করে, কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লকের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা বন্‌ধের সমর্থনে পাল্টা প্রচার করেন। এখানেও সর্বাত্মক বন্‌ধ হয়।

জলপাইগুড়ি

১৭ নভেম্বর জলপাইগুড়ি শহর, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, বীরপাড়া, মাদারীহাট ও রাজগঞ্জে বন্‌ধ হয়েছে সর্বাত্মক। পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং বন্ধ চা-বাগান খোলার দাবি সহ বার দফা দাবিতে ১৭ নভেম্বরের বাংলা বন্‌ধে জেলার সাধারণ মানুষ প্রশাসন এবং সিপিএম-এর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে যেভাবে সমর্থন জুগিয়েছেন — এককথায় তা নজিরবিহীন।

জলপাইগুড়ি শহর সহ জেলার রাজগঞ্জ, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি থেকে মোট ১০৪ জন এস ইউ সি আই কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। কিছু সরকারি বাস চলেছে তবে যাত্রীশূন্য; প্রশাসন থেকে অফিস জোর করে খুলে দিলেও অফিস কর্মচারীদের উপস্থিতি খুবই কম। বন্‌ধের আগের দিন এস এফ আই, ডি ওয়াই এফ আই, সিটু সহ সিপিএম-এর বিভিন্ন গণসংগঠন বন্‌ধের বিরুদ্ধে প্রচারে হুমকি প্রদর্শন করলেও বন্‌ধের দিন সিপিএম তাদের দলের কোন কর্মীকেই পথে নামাতে পারেনি। বন্‌ধ ভাঙতে ব্যাঙ্কের সামনে থেকে প্রচাররত কর্মীদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার জন্য নেমেছিলেন সিপিএম-এর জেলা সম্পাদক রাজ্য কমিটির সদস্য ও প্রাক্তন সাংসদ মানিক সান্যাল। তাঁর এই ন্যক্কারজনক ভূমিকা প্রত্যক্ষ করে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা ধিক্কার জানিয়েছেন।

আলিপুরদুয়ার মহকুমায় মোট গ্রেপ্তার হয় ১০ জন মহিলা সহ ৫৫ জন। কামাখ্যাগুড়িতে দলের কর্মী শৌভিক বণিককে সিপিএম-এর ঠ্যাঙাড়েবাহিনী আক্রমণ করে এবং প্রচণ্ডভাবে মারে। দুপুর ১২টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার পার্টি অফিসে পুলিশ হানা দেয় আমাদের কর্মীদের গ্রেপ্তার করার জন্য। আলিপুরদুয়ারে দোকানপাট, স্কুল-কলেজ, বেসরকারি যানবাহন বন্ধ ছিল। বহু সরকারি অফিসে কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্‌ধকে সমর্থন করেছেন।

এবারের বন্‌ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপুল সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বহু মানুষ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

কার্শিয়াং, দার্জিলিং

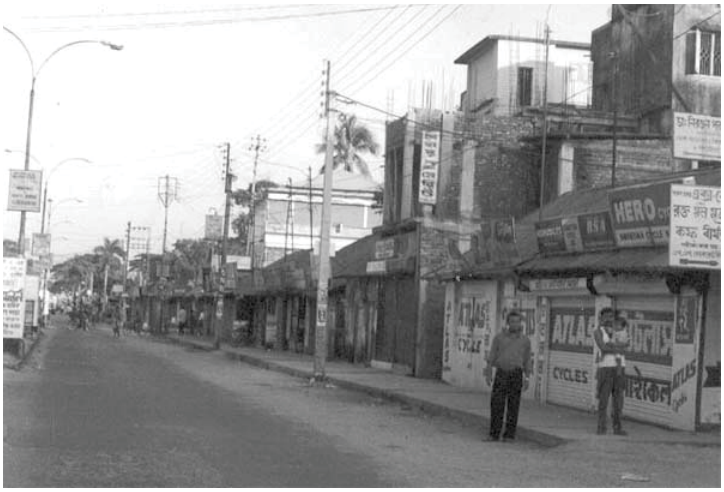

কোচবিহার শহর

মহানন্দা সেতু, শিলিগুড়ি

উত্তর দিনাজপুর

১৭ নভেম্বর বাংলা বন্‌ধে উত্তর দিনাজপুর জেলা স্তব্ধ হয়ে যায়। স্কুল, কলেজ, ব্যাঙ্ক, দোকান, বাজার, বেসরকারি বাস, ট্রাক, ট্রেকার, অটো সবই বন্ধ ছিল। দু-চারটে সরকারি বাস যাতায়াত করেছে। যাত্রী সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। প্রশাসনের উদ্যোগে দফায় দফায় ব্যবসায়ী সমিতি, ট্রাক মালিক, বাস মালিকদের সাথে আলোচনার পরেও কেউ প্রশাসনের কথায় সাড়া দেয়নি। অফিসে উপস্থিতির হার ছিল খুবই কম। অনেককে বাড়ি থেকে গাড়ি করে তুলে আনা হয়। বেশিরভাগই সই করে বাড়ি চলে যান। রায়গঞ্জের কোর্ট জোর করে খোলা হয়েছিল, কিন্তু কোন আইনজীবী কাজ করেননি। সরকারি অফিসে খুব অল্পসংখ্যক যে চাকুরিজীবীরা কাজে যোগ দেন তাঁদের অভিযোগ, কোর্টের ফতোয়া আর প্রশাসনের চাপই তাঁদের কাজে যোগ দিতে বাধ্য করেছে, তাঁরা অন্তর থেকেই বন্‌ধকে সমর্থন করেন।

আটের পাতায় দেখুন

বাস ট্রাম যাত্রীহীন ।। অফিস বাজার স্কুল কলেজ বন্ধ

বন্‌ধে অচল কলকাতা

১৭ নভেম্বর এস ইউ সি আই-এর ডাকে বাংলা বন্‌ধ — **সকাল সাড়ে সাতটা**। সকালের রাজপথ যাদের কলরবে মুখর থাকে সেই ফুটফুটে স্কুলের শিশুরা আজ অনুপস্থিত। ঘাড় ঘুরিয়ে ক্রমাগত ধমক দিতে দিতে যারা ভ্যান চালায় সেই ভ্যানকাকুরাও নেই। পথের ধারে লাইন করে বাঁধা সাইকেল রিক্সা। দক্ষিণ শহরতলির গুরুত্বপূর্ণ সড়ক জেমস লঙ সরণী। ভোর থেকে প্রতিদিন এই সড়ক ধরে ছোটে দূরপাল্লার এক্সপ্রেস বাস, আজ তা নেই। সখের বাজার, চৌরাস্তা, বেহালা, একই দৃশ্য। বেহালার পাইকারি মাছবাজারে ট্রাক আসেনি, ফলে ডায়মণ্ডহারবার রোডে অভ্যস্ত দুর্গন্ধ নেই। বাজার বন্ধ। মোড়ে মোড়ে মোতায়েন সিপিএমের বন্‌ধ-ভাঙার ঠ্যাঙাড়েবাহিনী, মোটা মোটা লাঠির মাথায় লাল ঝাণ্ডা। **সকাল সাড়ে আটটা**, তারাতলা মোড়। নির্মীয়মান উড়ালপুলের কল্যাণে প্রতিদিন জ্যাম এখানে চব্বিশ ঘণ্টা। পার হতে কমপক্ষে দু'বার অপেক্ষা করতে হয় কখন সবুজবাতি জ্বলবে। আজও লাল হলুদ সবুজ জ্বলছে তবে তাতে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই, রাস্তা একেবারে খালি। একপাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গোটা পাঁচেক সরকারি ডি এস বাস, অন্যদিন যা নেহাতই দুর্লভ। **পৌনে নটা**, মাঝেরহাট ব্রিজ — দক্ষিণের প্রধান গেটওয়ে। ডায়মণ্ডহারবার, রায়চক, নামখানা, কাকদ্বীপ, নূরপুর, বিশালাক্ষীতলা, আরও নানা জায়গা থেকে দূরপাল্লার এক্সপ্রেস বাস রোজ হাজার হাজার যাত্রী নিয়ে আসে কলকাতায়। জেলাসদর আলিপুর, জজ কোর্ট, ভবানী ভবনে অজস্র কর্মচারী এবং নানা কাজে আসা মানুষে বোঝাই বাসগুলি চলে যায় মোমিনপুর হয়ে। যানবাহনের ভিড়ে প্রতিদিন মনে হয় মাঝেরহাট ব্রিজ যেন বড়ই সংকীর্ণ, একটু চওড়া হলে ভালো ছিল। যানবাহনের ভিড়ে ঠাঁই না পেয়ে এই ব্রিজে প্রায়শই সাইকেল চলে ফুটপাথ ধরে। আজ মনে হচ্ছে ব্রিজ সংকীর্ণ নয়, রাস্তাও বিশাল চওড়া। মোমিনপুর মোড়ের আগে পর্যন্ত ট্রাম বন্ধ দীর্ঘদিন। ট্রাম ট্র্যাকের সংরক্ষিত জমিতে সার সার দাঁড়িয়ে পনেরটি ব্রেক ডাউন ভ্যান, মাত্র একটিকে ধুয়ে প্রস্তুত রাখা হচ্ছে, বাকিগুলি আধোয়া। গায়ে লেখা — লোঙ্গিয়া মোটরস, On 24 Hours Service — আজ ব্যঙ্গের মতো দেখাচ্ছে।

খিদিরপুর মোড় **বেলা সাড়ে ন'টা**, ঈদের রেশ অনেকটা শেষ, কিন্তু ১৮ই ছট পুজো। পথের ওপর কিছু কিছু ছটের পসরা ছাড়া তিনটি প্রধান বাজার পুরোপুরি বন্ধ। সেন্ট টমাস স্কুলের সামনে বে-আইনি পার্কিংয়ের ফলে নিত্যকার অশান্তিময় যানজট আজ নেই। কিছুটা দক্ষিণে একবালপুর মোড় হয়ে বেলভেডিয়ার রোড ধরে লালবাতি মোড় — এ রাস্তায় রোজ থাকে শেয়ার ট্যাক্সি আর প্রাইভেট গাড়ির স্রোত। আজ সে প্রবাহ স্তব্ধ। পরিবহনমন্ত্রী বলেছিলেন — শহরে পাঁচ হাজার ট্যাক্সি নাকি চলবে। কোথায় সে সব? উত্তর মিলেছে এক কিলোমিটার মতো দূরে কালীঘাট ফায়ার ব্রিগেডের সামনে। শুধু টানা একসারিতেই ৫৩টি ট্যাক্সি অচল দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে সর্বত্রই পেট্রল পাম্পগুলিতে গাদা করে ট্যাক্সি গ্যারেজ করা। জেলের সামনে চেতলা ব্রিজ, ঘড়ঘড়িয়ে ট্রাম চলছে একের পিছনে আর এক, তার পিছনে আর একটা; যাত্রী তিন থেকে পাঁচ জন, ফাঁকা ট্রামের আওয়াজ উৎকট, কান পাতা দায়। জনগণের পয়সায় তৈরি সরকারি তহবিলের টাকা অপব্যয় করে ফাঁকা ট্রামবাস চালালে যদি বন্‌ধ ব্যর্থ হয়, তবে এ বন্‌ধ ব্যর্থ। যদি চলমান যানবাহন জনগণ প্রত্যাখ্যান করলে বন্‌ধ সফল হয় তবে এ বন্‌ধ একশোভাগ সফল। পথে দেখা এক পুরনো বামপন্থী ছাত্র নেতার সঙ্গে। প্রশ্ন করি — ''কী, সরকারি বাস চালিয়ে বন্‌ধ ভাঙছ নাকি তোমরা?'' উত্তর আসে, ''আমি নয়, আমাদের নেতারা — যারা সিদ্ধার্থশঙ্করের উত্তরাধিকার কবুল করেছে।'' হাজরা মোড় থেকে যদুবাবুর বাজার, ল্যান্সডাউন মার্কেট হয়ে রাসবিহারী মোড় ঘুরে গড়িয়াহাট পর্যন্ত টানা বন্ধ। দু'পাশে সুসজ্জিত দোকান বন্ধ, দেশপ্রিয় হকার্স কর্নার বন্ধ, গড়িয়াহাট মোড়ে হকাররা বসেননি, মোড়ের ইজারাদারি নিয়েছে পুলিশ। বিশাল সরীসৃপের মতো পড়ে আছে গড়িয়াহাটের উড়ালপুল, মসৃণ চকচকে পিঠের ওপর দুপুরের রোদ পিছলে যাচ্ছে। পুলে আজ ওঠায় হাঁটায় অলিখিত অনুমতি, তবে লোক নেই রাজপথে। পুলের দুপাশে সারিবদ্ধ বন্ধ দোকান, মাঝপুল থেকে পশ্চিমে রাসবিহারী পূর্বে বালিগঞ্জ স্টেশনের দিকে সোজা টানা ফাঁকা রাস্তা। ঘুরেছিলাম যাদবপুরের দিকে, যাদবপুর থানার কাছে পৌঁছে শুনলাম, বন্‌ধ - সমর্থনে এস ইউ সি আইয়ের মিছিলের সকলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অনিল বিশ্বাসের গণতন্ত্রে রাজপথে পা রাখা চলবে না এখন। লোকমুখে শুনি এক এস ইউ সি আই কর্মীকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে জনতার কাছে বাধা পেয়েছে পুলিশ। তাকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। বাধাদানকারী জনতার মধ্যে সিপিএমের কিছু কর্মীও ছিল।

গোটা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা সহ দক্ষিণ শহরতলির গেটওয়ে ঢাকুরিয়া স্টেশন। মহানগরীতে কাজ করতে আসা হাজার হাজার দিনমজুর, গৃহপরিচারিকা, রঙ মিস্ত্রি, ছুতোর মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, সব্জি বিক্রেতা থেকে শুরু করে নানান অফিসবাবুরা পর্যন্ত এই স্টেশনে নামেন। ভোর থেকে ভিড়ে থিক থিক করে ঢাকুরিয়া স্টেশন। কী অবস্থা ছিল বন্‌ধের দিন! একের পর এক ট্রেন ঢুকেছে ঢাকুরিয়া স্টেশনে। কিন্তু আসেননি সেই দিন-আনা দিন-খাওয়া মানুষগুলি, যাঁদের একদিনের রোজগার নষ্ট হলে কী দারুণ কষ্ট হবে এই ভাবনায় রাতের ঘুম চলে যায় সংবাদমাধ্যমের কর্তাদের, ধুরন্ধর নেতা মন্ত্রীদের। কোথাও অবরোধ ছিল না, জোর করে বাধা দেওয়ার প্রশ্নই ছিল না — তবুও তাঁরা সামিল হয়েছেন বন্‌ধে। বন্‌ধের আগের দিনই প্রচারপত্র নিয়ে বলেছিলেন স্টেশনে সরবৎ বিক্রি করা এক যুবক — ''যে যা-ই বলুক, ন্যায্য দাবিতে ডাকা এই বন্‌ধে আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।'' এই মেহনতি মানুষেরাই আন্দোলনের মূল শক্তি। বন্ধ ছিল গড়িয়াহাট রোডের সমস্ত দোকান, যোধপুর পার্ক বাজার, রামলাল বাজার, গড়িয়াহাট সব্জি বাজার সহ সমস্ত বাজার। যে হকারদের ভিড়ে ফুটপাথে পা রাখার জায়গা থাকে না অন্যদিন, গড়িয়াহাটের সেই ফুটপাথ বন্‌ধের দিন যেন খেলার মাঠ। দেখা গেল হকারদের এক জটলা। তাঁদেরই একজন, বন্‌ধে কেন সামিল হয়েছেন, প্রশ্ন করায় উত্তর দিলেন, ''আমরা ফুটপাথে হকারি করি বলে ভাববেন না, আমরা কিছুই বুঝি না। সব দলের কাজ-কর্মই আমরা লক্ষ্য করি, আর ভাল-মন্দও আমরা বুঝি। কারা মানুষের জন্য লড়াই করছে আর কারা করছে না, তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না।'' একটু এগিয়ে লেক মার্কেট, মূল বাজার বন্ধ। সামনে সব্জি এবং অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে বসেছেন কিছু বিক্রেতা, প্রশ্ন

চারের পাতায় দেখুন

বেহালা জেমস্ লঙ সরণি

কলকাতায় যাত্রীহীন বাস ও ট্রাম

বন্‌ধে অচল কলকাতা

তিনের পাতার পর

করতেই উত্তর দিলেন, ''আজ না বসলে আগামী সাতদিন বসতে দেবে না — বলে গিয়েছে।'' ঘড়ঘড় করে একের পর এক ট্রাম চলেছে, যাত্রী নামমাত্র — মানুষ ওঠেননি তাতে। একই অবস্থা সরকারি বাসগুলির, যাত্রীবিহীন ছুটে চলেছে। বেসরকারি বাস সকালের দিকে কিছু দেখা গেলেও দুপুরের পর সেগুলির আর দেখা মেলেনি।

বেলা বাড়ার পর জবরদস্তি খোলানো ব্যাঙ্কগুলির দরজা আধখোলা, ঢুকতে গেলে বাধা। আজ পাশবই দেখিয়ে ঢুকতে হবে। একটু আগে যারা হম্বিতম্বি করে গেল ম্যানেজারের ঘরে তাদের কি পাশবই ছিল? ব্যাঙ্কে লেনদেন হচ্ছে? কাস্টমার কোথায়? এ প্রশ্ন নিরর্থক। পার্কসার্কাস ফাঁকা, নতুন উড়ালপুলে ওঠার মুখে, ট্রাফিক লাইট সবুজ আলোর তীর দিয়ে বলছে — উঠতে পারেন সোজা, ঘুরতে পারেন বাঁয়ে, কিন্তু কে উঠবে কে ঘুরবে? গাড়ি কই! শূন্য রাজপথে ট্রাফিক লাইটের অর্থহীন নির্দেশ, এবার থামো। মল্লিকবাজারে ফুটপাথে কিছু ছটের পসরা, বাম্বুভিলার প্রাঙ্গণ শূন্য; প্রাচী সিনেমার সামনে ফুটব্রিজের উপর থেকে শিয়ালদহ উড়ালপুল ভরদুপুরে দেখাচ্ছে পিকচার পোস্টকার্ডের ছবির মতো ফাঁকা। শিয়ালদহ কোর্টে চারতলায় উকিলবাবুদের ঘর, একেবারে ফাঁকা নয়, উপস্থিতি নগণ্য। জজসাহেবরা এসেছেন? বিচার হচ্ছে? এসবের উত্তর পেতে খুঁজলাম পরিচিত এক উকিলকে। মনে করুন তাঁর নাম শ্যাম রাহা। ''শ্যামবাবুকে কোথায় পাব''। উত্তর — ''শ্যাম, ওতো আসবে না আজ, আজ এস ইউ সি'র বন্‌ধ, ও কখনো আসে?'' ''তা আপনারা তো এসেছেন, দু'একটা প্রশ্ন করব?'' ''করতে পারেন উত্তর পাবেন না। শ্যামের সাহস আছে, ও আসেনি, আমরা ভীতু তাই এসেছি।'' বন্‌ধের দাবি সমর্থন করেন কি না, এরপর আর সে প্রশ্ন চলে না।

সাবাস কলেজ স্ট্রিট, দোকান পসারি হকার্স কর্ণারে প্রতিটি ঝাঁপ বন্ধ। বন্ধ ঝাঁপের ওপর নিশ্চিন্তে ভিজে কাপড় শুকোতে দিয়েছে কেউ। প্রেসিডেন্সি কলেজের গায়ে পুরনো বইয়ের দোকান। গরিব দোকানিদের অনেকের ঘরে ঈদের রেশ কাটেনি। কিন্তু বছরে বাকি তিনশো চৌষট্টি দিন তো অভাবের অমাবস্যা। সেই কথাই তো বলছে এস ইউ সি আই দল। এঁরা অনেকেই দলের কর্মীদের ভালোবাসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজের গেট খোলা, ছাত্রছাত্রী নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ঘরে তালা খোলা হয়নি। কর্মচারী কিছু এসেছেন কাজের তাগিদে নয়, ভয়ের তাড়নায়। আজ মুখ দেখানোই কাজ। অষ্টপ্রহর আড্ডা মুখর কফি হাউসের গেট খোলেনি। পাশে বন্ধ দোকানের টেবিলে তাস চলছে। পর পর বন্ধ মহাজাতি প্রকাশন, কথাকাহিনী, জে এন চক্রবর্তী বই দোকান, পাশে টেস্টি রেঁস্তোরাও বন্ধ। স্তব্ধ কলেজ স্ট্রিটে একমাত্র খোলা আছে শুধু সিপিএমের বইদোকান — ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

সহযোগী ক্যামেরাম্যান এখান থেকে তুলে নিলেন গাড়িতে, এখন গন্তব্য শ্যামবাজার পাঁচমাথা মোড়। তিনি আসছেন হাওড়া, বড়বাজার, ডালহৌসি ঘুরে — নতুনত্ব নেই অভিজ্ঞতার। একই কথা, সব বন্ধ। ছুট সত্ত্বেও বন্ধ রাজাবাজার। মানিকতলা, শ্রীমানী মার্কেট বন্ধ। শ্যামবাজার পাঁচ মাথা মোড়, **দুপুর দেড়টা**, অন্যদিনের মতো গাড়ির হর্ন, ধুলোর মেঘ নেই। মোড়ে পাহারা পুলিশের। পাশেই সিপিএম-এর ফেস্টুন, পাশে ফেস্টুন 'বামফ্রন্ট'। বন্‌ধ ভেঙে মুখ পুড়েছে সি পি এমের, তাই 'বামফ্রন্ট' ফেস্টুন ঝুলিয়ে অন্য শরিকদের মুখ পোড়ানোর ফন্দি। কারা বেঁধেছে ফেস্টুন? জানা গেল না, কারণ তারা নেই। পুলিশই এখন ফেস্টুন পাহারা দিচ্ছে। ফটো তুলতে গেলে বাধা দিচ্ছে পুলিশই। বন্‌ধের আবেদন নিয়ে এস ইউ সি আই কর্মীরা রাস্তায় নামতেই রে রে করে লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশ। একই চিত্র হাজরা ও ওয়েলিংটনে। কলকাতায় মোট গ্রেপ্তার ১৭৩।

সন্ধ্যায় সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বলেছেন — বন্‌ধ ব্যর্থ। নতুন কথা নয়, এ তিনি সকালে বা ১৬ তারিখেও বলতে পারতেন। তবু তাঁর স্মরণ করা উচিত এককালের বামপন্থী কবির বহুপঠিত লাইন — ''অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?''

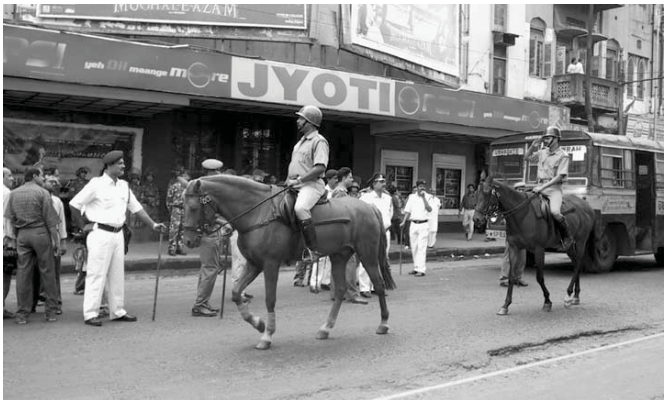

হাজরা মোড় ও কলেজ স্ট্রীট বইপাড়া

চাঁদনি চকে ঘোড়সওয়ার পুলিশ , বিবাদী বাগ ও হাওড়া ব্রীজ

ধর্মঘটের অধিকার দয়ার দান নয়

অনুগ্রহ করে কেউ শোষিতশ্রেণীকে আন্দোলন বা ধর্মঘট করার অধিকার দেয়নি। সুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা অর্জন করতে হয়েছে। অথচ পুঁজিবাদের সংকট ক্রমাগত তীব্র হওয়ার সাথে সাথে সাধারণ মানুষের জীবনের দুর্গতি যত বাড়ছে একের পর এক শাসকশ্রেণী বহু কষ্টার্জিত সেই গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি কেড়ে নিচ্ছে। অন্যদিকে, আন্দোলনের প্রাণসত্তা মেরে দিতে আদর্শগত এবং সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রেও নানাভাবে আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। আজ বন্‌ধের মতো আন্দোলনের শক্তিশালী হাতিয়ারও কেড়ে নিয়ে পুঁজিপতিশ্রেণীর হিংস্র আক্রমণের সামনে শোষিতশ্রেণীকে সম্পূর্ণ অসহায় করে দিতে তারা উদ্যত হয়েছে। এ বিষয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে বহু যুক্তিজাল তারা ছড়াচ্ছে। বলা হচ্ছে, (১) বন্‌ধে উন্নয়নের চাকা স্তব্ধ হয়, কর্মদিবস নষ্ট হয়, লগ্নীকারীরা পিছিয়ে যায়, বিনিয়োগ ব্যাহত হয়, (২) প্রতিবাদ হওয়া উচিত, কিন্তু বন্‌ধ করে নয় ; গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বন্‌ধের কোন স্থান নেই। (৩) বন্‌ধ আন্দোলনের শেষ অস্ত্র। ঘন ঘন ব্যবহারে ভোঁতা হয়। (৪) বন্‌ধ করে সমস্যার সমাধান হয়না। বন্‌ধ মানেই ছুটির আমেজ। (৫) ধাপে ধাপে আন্দোলনের পথ বেয়ে বন্‌ধ করা যেতে পারে, হঠাৎ হঠাৎ বন্‌ধ ডাকা উচিত নয়।

এই সমস্ত যুক্তিগুলির কতটুকু সারবত্তা আছে, শোষিতশ্রেণীর আন্দোলনের স্বার্থে তার বিচার প্রয়োজন। প্রথমত, যাঁরা বলছেন বন্‌ধে উন্নয়নের চাকা স্তব্ধ হয়, তাঁরা শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উন্নয়ন বলতে কাদের উন্নয়ন বোঝাচ্ছেন ? নিঃসন্দেহে টাটা-বিড়লা-গোয়েঙ্কা তথা একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠীর। তাদের উন্নয়ন অবশ্যই লাফিয়ে লাফিয়ে হচ্ছে। কিন্তু দেশের ৮০ ভাগ গরিব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্তের অবস্থা কী ? তাঁরা কি খুব সুখে আছেন ? তাঁদের কি উন্নয়ন হচ্ছে ?

বলা হচ্ছে, বন্‌ধে কর্মদিবস নষ্ট হয়। মালিকের কারখানা বন্ধে বা লক আউটে কি কর্মদিবস সৃষ্টি হয় ? বছরে ক'টা বন্‌ধ হয় ? অথচ মালিকরা দিনের পর দিন কারখানার পর কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে, ইচ্ছেমতো লকআউট করে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে পথে বসাচ্ছে। তার হিসাব কে রাখছে ?

বলা হচ্ছে, বন্‌ধে লগ্নীকারীরা পিছিয়ে যায়, উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এটাও ডাহা মিথ্যে কথা। পঞ্চাশের দশকে, ষাটের দশকে যখন এই পশ্চিমবঙ্গ ছিল বামপন্থী আন্দোলনে উত্তাল, দিনের পর দিন এখানকার মিছিলে ধর্মঘটে যখন দিল্লির মসনদ কাঁপত, সেদিন কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গে লগ্নী হয়েছে, শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম সারিতেই ছিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মালিকরা কারখানায় উৎপাদিত মাল বাজারে বিক্রি করে মুনাফা করার জন্যই শিল্পে লগ্নী করে, মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নয়। ফলে মানুষের কেনবার ক্ষমতা থাকলে তবেই শিল্পপতিরা লগ্নী করে, নাহলে করেনা। তাই সেদিন এত আন্দোলন-ধর্মঘট সত্ত্বেও পুঁজিপতিরা শিল্পে লগ্নী করেছে। পুঁজিবাদী শোষণের কারণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আজ তলানিতে ঠেকেছে। মাল বিক্রির বাজার কমে গেছে। ফলে শিল্পপতিদের লগ্নীরও তাগিদ নেই, কারখানা সারা বছর খোলা রাখারও প্রয়োজন নেই। যে মুনাফার জন্য পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে, সেই মুনাফা লুণ্ঠনই মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে বাজার সংকট সৃষ্টি করে পুঁজিবাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলছে। পুঁজিপতিরা তাদের এই আভ্যন্তরীণ সংকট আড়াল করতেই বিনিয়োগ না হওয়ার প্রকৃত কারণ যে শোষণের ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস, তাকে গোপন করতে চাইছে এবং সেই উদ্দেশ্যেই ধূর্ত প্রচার চালাচ্ছে — 'বন্‌ধের জন্যই লগ্নী হচ্ছে না'। সত্যানুসন্ধানী মানুষের কাছে এই মিথ্যাচার ধরা না পড়ে পারে না।

দ্বিতীয়ত, বলা হচ্ছে, প্রতিবাদ হওয়া উচিত, কিন্তু বন্‌ধ করে নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাকি বন্‌ধের স্থান নেই ! এতো ফ্যাসিবাদের কথা, গণতন্ত্রের নয়। বন্‌ধ হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ব্যাপক জনগণকে যুক্ত করে প্রতিবাদের এমন এক শক্তিশালী মাধ্যম যা শোষক বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষাকারী সরকারকে বিপদে ফেলে দেয়। পুঁজিপতিরা শুধু বন্‌ধই নয়, দৈনন্দিন দাবিদাওয়া ভিত্তিক অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনও যখন ধাপে ধাপে গণভিত্তি পেয়ে তাদের সামনে বিপজ্জনক হিসাবে দেখা দেয়, আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে সেই আন্দোলন দমনেও তারা পিছপা হয়না। ফলে প্রশ্নটা বন্‌ধ নিয়ে উঠলেও আসল কথাটা হল বুর্জোয়াদের শোষণ জনসাধারণ মানবে কি মানবে না। বুর্জোয়া ব্যবস্থায় বুর্জোয়াদের যদি শোষণের অধিকার থাকে, তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর শোষণমুক্তির লড়াইয়ে আন্দোলনের মাধ্যম হিসাবে বন্‌ধের অধিকারও থাকবে — এ অকাট্য সত্য। বন্‌ধের অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারেনা। ক্রিয়া থাকবে অথচ প্রতিক্রিয়া থাকবে না — এ কি কখনও সম্ভব !

বলা হচ্ছে, বন্‌ধ আন্দোলনের শেষ অস্ত্র। এমন কোনও নিয়ম আন্দোলনের ইতিহাসে নেই। তবে জনস্বার্থে প্রকৃত আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে শুধু সংকীর্ণ ভোটের স্বার্থে যারা বন্‌ধ ডাকে তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ থাকাটাই স্বাভাবিক। আরও বিচার্য বিষয় হল, বন্‌ধ-ডাকা কোনও দল জনজীবনের সমস্যার কারণ হিসাবে যদি পুঁজিবাদকে চিহ্নিত না করে, তাহলে তাদের বন্‌ধ ডাকাও শুধুমাত্র বিরোধী আসনে থেকে লোকদেখানো বিরোধিতা করে জনতার বিক্ষোভকে ভোটের বাক্সে প্রবাহিত করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যই — যা তৃণমূল দেখাচ্ছে। তৃণমূল কস্মিনকালেও পুঁজিবাদবিরোধী কথা বলে না। মূলগতভাবে বন্‌ধের বিরোধী হয়েও তৃণমূল সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থেই এ'বছর তিনবার বন্‌ধ ডেকেছে। যে পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তৃণমূল এবার বন্‌ধ ডেকেছে, কেন্দ্রে তৃণমূল-বিজেপি জোট সরকার গত পাঁচ বছরে দফায় দফায় সেই পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়িয়েছিল। ফলে তৃণমূলের বন্‌ধ ডাকার নৈতিক অধিকার আছে কিনা তা জনগণই বিচার করবেন। যত শতাংশই ভোট পাক, তৃণমূল শোষিত জনগণের আন্দোলনের কোন শক্তিই নয়, কারণ সে বুর্জোয়াশ্রেণীর দল। অন্যদিকে, সি পি এম-ও আজ আন্দোলনের রাস্তা পরিত্যাগ করে গদিতে বসে নগ্নভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর সেবা করে যাচ্ছে। শোষিত মানুষের আন্দোলনকে আজ তারা ভয় পায়। তাই ভোটের দিকে তাকিয়ে এই সব দলের ক্রমাগত ডাকা বন্‌ধই কার্যত বন্‌ধকে আন্দোলনের অস্ত্র হিসাবে ভোঁতা করে দিচ্ছে। সেই কারণে শোষিত মানুষের স্বার্থ নিয়ে প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর কোন্ দল লড়ছে, মার খাচ্ছে, জেলে যাচ্ছে তা বিচার করে দেখতে হবে। নানা দল বন্‌ধ ডাকলেও কোন্ বন্‌ধটি যথার্থই জনস্বার্থে, আর কোন্ কোন্ বন্‌ধ ভোটের সংকীর্ণ স্বার্থে সেটিও বিচার করতে হবে। এস ইউ সি আই আন্দোলনের মধ্যেই আছে। প্রাথমিকে ইংরেজি পুনঃপ্রবর্তনের দাবিই হোক, স্কুলে-কলেজে ফি বৃদ্ধি, হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধি-বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে হোক, খরা-বন্যা পীড়িত বা নদী ভাঙনে বিপর্যস্ত মানুষের দাবি নিয়ে হোক, শ্রমিক-চাষী-মধ্যবিত্তের বাঁচার লড়াই হোক, এই একটিমাত্র দলের কর্মীদেরই রাস্তায় সারা বছর আন্দোলন করতে জনগণ দেখছেন। সুতরাং ধারাবাহিক আন্দোলনের পথেই এস ইউ সি আই বন্‌ধ ডেকেছে, হঠাৎ করে ডাকেনি। এই বন্‌ধ ভোটের বন্‌ধ নয়, এই বন্‌ধ আন্দোলনের বন্‌ধ। তাই বন্‌ধকে ভোঁতা করা নয়, এই বন্‌ধ গণআন্দোলনের তীব্রতা বাড়াতেই সাহায্য করেছে। সেই কারণে নজিরবিহীন প্রতিকূলতার মধ্যেও এই বন্‌ধ অভূতপূর্বভাবে সফল।

এ প্রশ্নও তোলা হচ্ছে যে, বন্‌ধ করে কী লাভ ? বন্‌ধে কোনও সমস্যার সমাধান হয় ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলব, ১৭ নভেম্বর যদি বন্‌ধ ডাকা না হত এবং তাকে কেন্দ্র করে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি না হত তাহলে পেট্রলের দাম সামান্য হলেও লিটার প্রতি ১.২৬ টাকা কমত কি ? শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি, হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধি, বিদ্যুতের দামবৃদ্ধিতে খুব সামান্য হলেও যতটুকু সুরাহা মিলেছে, তা মিলত কি ? মেডিকেলে ক্যাপিটেশন ফি বাতিল করা যেত কি ? সুদীর্ঘ ১৯ বছর ধারাবাহিক আন্দোলনের পথে ১৯৯৮ সালে বাংলা বন্‌ধের প্রবল চাপেই তো প্রাইমারিতে ইংরেজি চালু হয়েছিল। তাছাড়া বন্‌ধের মধ্য দিয়ে দাবি আদায় হবে কি হবে না, তার চেয়েও বড় কথা হল অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হবে কি হবে না। যদি অন্যায়ের প্রতিবাদ করা না হয়, তাহলে শাসকদের অত্যাচারই লাগামছাড়া হয়। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করলে চরিত্র মরে, মানুষ অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, যা সমাজে অনেক বিপদ ডেকে আনে। যারা যথার্থই লড়ে, বন্‌ধ তাদের কাছে ছুটির আমেজ নয়। কায়েমী স্বার্থবাজদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাদের দলের ডাকা রক্ত ঝরিয়ে সফল করা বন্‌ধকে জনসাধারণ রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসাবেই দেখেন, ছুটির আমেজ হিসাবে কখনই দেখেন না। সেই বন্‌ধই ছুটির আমেজ আনে যেটা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কহীন।

হাজরা মোড়ে পুলিশের লাঠিচার্জ ও গ্রেপ্তার

এবারের বন্‌ধে সি পি এম বলেছে, ধাপে ধাপে আন্দোলন করার পথেই বন্‌ধ করা উচিত, হঠাৎ হঠাৎ বন্‌ধ ডাকা উচিত নয়। একথা তো আমরাই তাদের সম্পর্কে বলে এসেছি। কারণ তারা তো চিরকাল উল্টোটাই করেছে। আজ তারা হঠাৎ এই কথা বলছে কেন ? কারণ আজ সি পি এমের এভাবে বলা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। যে সি পি এমের সঙ্গে সমন্বয় কমিটিতে মিটিং করেই কংগ্রেস গ্যাস-পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়িয়েছে, সেই সি পি এম, কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে কি প্রকৃত লড়াই লড়তে পারে, বন্‌ধ ডাকা তো দূরের কথা ! দিল্লির বৈঠকে যাবতীয় বিষয় মেনে নিয়ে বাইরে এসে না-মানার যে ভান সি পি এম করছে এবং কিছু কিছু মিটিং সমাবেশ করছে, তা কি কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারে ? কংগ্রেস ভাল করেই জানে সি পি এম হম্বিতম্বি যাই করুক, এই সরকারকে সমর্থন করেই যাবে। সি পি এম নিজেও একই কথা বলছে। অথচ মৌখিক প্রতিবাদ না করেও সি পি এমের উপায় নেই। কারণ, দলের কর্মী-সমর্থক ও জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাকে এটা করতেই হবে। সি পি এম বলছে, বর্তমান কংগ্রেস সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে ঘোর সাম্প্রদায়িক শক্তি বি জে পি ক্ষমতায় এসে যাবে, সেটা আরও বিপজ্জনক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সাম্প্রদায়িক শক্তিকে কি কোনদিন স্বৈরতান্ত্রিক জনবিরোধী শক্তি দিয়ে আটকানো গেছে ? তাই যদি হত, তাহলে কংগ্রেসী শাসনে বি জে পি-র এত শক্তিবৃদ্ধি ঘটত না। একমাত্র সুসংগঠিত গণআন্দোলনের পথেই সাম্প্রদায়িক ও স্বৈরতান্ত্রিক উভয় শক্তিকেই পরাস্ত করা সম্ভব। বাকি সমস্ত পথই হচ্ছে লোক ঠকানোর।

সি পি এম জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে এবারের বন্‌ধে একথাও বলেছে, জনসাধারণকে সচেতন না করে বন্‌ধ ডেকে দেওয়া নাকি ঠিক নয়, সেই কারণে তারা নাকি জনগণকে প্রথমে এ ব্যাপারে সচেতন করার আন্দোলনে নেমেছে। পেট্রোপণ্যের অস্বাভাবিক দাম বাড়লে যে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হয় — একথা কি মিটিং করে বোঝানো না হলে জনগণ বোঝেন না ? যখন পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ বারুদের মতো ফেটে পড়ছে তখন সচেতন করার নামে কালহরণ আসলে আন্দোলন না করারই অছিলা এবং গণবিক্ষোভকে স্তিমিত করে দেওয়ারই ষড়যন্ত্র।

এই অবস্থায় আন্দোলন বা বন্‌ধ ঘিরে উত্থাপিত বিভ্রান্তিকর প্রচারের মধ্যে সঠিক পথ বেছে নেওয়াই শ্রমিকশ্রেণীর আশু কর্তব্য।

'ইংল্যান্ডে বন্‌ধের ঘটনায় আমি অভ্যস্ত'

প্রখ্যাত সেতারবাদক অনুষ্কা শঙ্কর (পণ্ডিত রবিশঙ্করের কন্যা) গত ১৭ নভেম্বর এস ইউ সি আই আহূত বাংলা বন্‌ধের দিন কলকাতায় ছিলেন। এ বিষয়ে ১৮ নভেম্বর 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকায় তিনি বলেছেন,

''ভারতে এই প্রথমবার আমি বন্‌ধ দেখলাম। তবে বন্‌ধ আমার কাছে অচেনা কোন বিষয় নয়; ইংল্যান্ডে বন্‌ধের ঘটনায় আমি রীতিমত অভ্যস্ত। সেদেশে প্রায়ই ট্রেন এবং বাস ধর্মঘট হয়। একবার তো লন্ডনে ট্রেন ধর্মঘটে আটকে গিয়ে কোনক্রমে বিমান ধরতে পেরেছিলাম। ট্রেন চলছে না, এই অবস্থায় সকাল ৬টায় ট্যাক্সি পাওয়া ছিল দুরূহ। ... এবার প্রথমে আমি ঠিক করেছিলাম, কলকাতায় বন্‌ধের দিন কেনাকাটা করব। কিন্তু দোকানপাট সমস্ত বন্ধ থাকায় তা সম্ভব হয়নি।''

সংঘ পরিবারের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকুন

— নীহার মুখার্জী

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডাকা ২২ নভেম্বরের ভারত বন্‌ধের তীব্র বিরোধিতা করে এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ২১ নভেম্বর এক বিবৃতিতে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন,

কাঞ্চী মঠেরই এক প্রাক্তন কর্মীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে কাঞ্চীমঠের শঙ্করাচার্যকে গ্রেপ্তার করার ঘটনাকে অজুহাত করে সংঘ পরিবার দেশজুড়ে পুনরায় ধর্মীয় উন্মাদনাকে বাড়িয়ে তুলতে এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে উস্কে দিতে চাইছে। তিনি সংঘ পরিবার ও আর এস এস-এর এই হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড প্রভাস ঘোষ

একের পাতার পর

তিনি বলেন, আমাদের দলের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসের পরিচয় আমরা এর আগেও পেয়েছি, এই বন্‌ধ পালনের মধ্য দিয়ে পুনরায় যে আস্থা, বিশ্বাস ও ভালবাসার পরিচয় তাঁরা দিলেন, তার পূর্ণ মর্যাদা দেব আমরা। আন্দোলনের ধারাবাহিকতাতেই আমরা বন্‌ধ করেছি, এরপরও আমাদের আন্দোলন চলবে। সাংবাদিক সম্মেলনে আন্দোলনের আগামী কর্মসূচিগুলি তিনি ঘোষণা করেন।

আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি

১। অ্যাবেকার ডাকে ২৫ নভেম্বর সারা রাজ্যে সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৬-৩০মিঃ বিদ্যুৎ আলো বর্জন। কেন্দ্রের ২০০৩ সালের বিদ্যুৎ আইন বাতিল, রাজ্যে বিদ্যুতের বর্ধিত দাম প্রত্যাহার ছাড়াও বন্‌ধে উত্থাপিত দাবিগুলিও এই কর্মসূচিতে থাকবে।

২। মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ডাকে ১ ডিসেম্বর দিল্লিতে পার্লামেন্টের সামনে সর্বভারতীয় মহিলা বিক্ষোভ। মহিলাদের নানা দাবি ও বন্‌ধে উত্থাপিত কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী দাবিগুলি থাকবে।

৩। কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের উদ্যোগে কৃষক-ক্ষেতমজুরদের দাবিগুলি ও বন্‌ধে উত্থাপিত দাবিগুলি নিয়ে আগামী ১৪ ডিসেম্বর কলকাতায় আইন অমান্য হবে।

৪। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণির উদ্যোগে শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি ও বন্‌ধে উত্থাপিত দাবিগুলি নিয়ে ১৭ ডিসেম্বর কলকাতায় আইন অমান্য হবে।

৫। ২০ ডিসেম্বর ডি ওয়াই ও'র উদ্যোগে কাজের ও অন্যান্য দাবিতে রাজ্য যুব বিক্ষোভ ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন।

৬। ২৮ ডিসেম্বর ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে কলকাতায় সর্বভারতীয় ছাত্র সমাবেশ। সর্বভারতীয় আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৭। ২ কোটি নাগরিকের স্বাক্ষরিত দাবিপত্র নিয়ে ২৮ জানুয়ারি কলকাতায় মহামিছিল।

এ ছাড়াও জেলাস্তরে ঘেরাও, অবরোধ, আইন অমান্য চলতে থাকবে।

বেতন কাটার হুমকি শুধু এস ইউ সি আই-এর বন্‌ধেই

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২০ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, ''রাজ্য সরকার বন্‌ধ সম্পর্কে দুই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলছে। এস ইউ সি আই-এর ডাকা ১৭ই নভেম্বর বন্‌ধকে ব্যর্থ করার জন্য চূড়ান্ত ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কোর্টের রায়ের দোহাই দিয়ে বারবার কর্মচারীদের বেতন কাটার হুমকি দিয়েছে ও সেইমতো সার্কুলার দিয়েছে। এখন পরবর্তী বন্‌ধ সম্পর্কে সার্কুলার দিয়ে বলছে, অফিসে না এলে বেতন কাটা যাবে না, ছুটির দরখাস্ত দিলেই চলবে।

উদ্দেশ্য পরিষ্কার, সরকার ও সিপিএম নেতৃত্ব চাইছে পরবর্তী বন্‌ধ দু'টিতে কর্মচারীরা অফিসে না আসুক — যেটা দেখিয়ে তারা প্রচার করবে, ১৭ই নভেম্বরের সফল বন্‌ধ ব্যাপক জনবিক্ষোভের অভিব্যক্তি ছিল না, যে কেউ ডাকলেই বন্‌ধকে জনগণ ছুটির দিন হিসাবে গণ্য করে। আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে দলমত নির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গের যে জনগণ সামিল হয়েছেন, তাদের বিপথগামী করার চেষ্টা করা।

আশা করি, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এই অপকৌশলে বিভ্রান্ত হবেন না।''

বন্‌ধের দিন শিয়ালদহ টিকিট কাউন্টার

১৭ নভেম্বর বন্‌ধে

- **রাজ্যে মোট গ্রেপ্তার ঃ** ১৪৫২ (মহিলা ১৭৮)
- **লাঠিচার্জে আহতের সংখ্যা ঃ** ৬৫ ; হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় ১৫ জনকে।
- **লাঠিচার্জ কোথায় কোথায় ঃ**
  সিউড়ি, রামপুরহাট, কুলগাছি, উত্তরপাড়া, বৈদ্যবাটী, মধুসূদনপুর, মানকুণ্ডু, নিউ ব্যারাকপুর, তুফানগঞ্জ, কাঁথি, মেদিনীপুর শহর, হাজরা, ওয়েলিংটন, শ্যামবাজার।

শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে এস ইউ সি আই কর্মীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও গ্রেপ্তার

পুরুষ পুলিশ দিয়েই দিনে-রাতে যেকোন সময়ে মহিলাদের গ্রেপ্তার করা যাবে — সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের প্রতিবাদে, ক্রমবর্ধমান নারীনির্যাতন ও নারীপাচার বন্ধ ও টিভিতে অশ্লীলতা ও নগ্ন নারীদেহ প্রদর্শন বন্ধের দাবিতে

মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ডাকে

১লা ডিসেম্বর

দিল্লির পার্লামেন্ট ভবনের সামনে

মহিলা বিক্ষোভ

১৭ নভেম্বর বাংলা বন্‌ধ

সাংবাদিকদের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায়

১৭ নভেম্বরের বাংলা বন্‌ধ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সি পি এম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস মন্তব্য করেছেন, এই বন্‌ধ 'সুপার ফ্লপ', অর্থাৎ জনগণ বন্‌ধের ডাকে সাড়া দেননি। কিন্তু বিভিন্ন দৈনিকের সাংবাদিক বন্ধুরা রাজ্যের নানা প্রান্তের যে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন তা অনিলবাবুর বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে সাংবাদিক বন্ধুদের অভিজ্ঞতার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হল।

''জনজীবন স্বাভাবিক যাকে বলে কলকাতা ঘুরে এদিন সেই ছবিটা চোখে পড়েনি''

''সরকারি বাসট্রাম তো ছিলই, বেসরকারি গাড়ি-বাস-মিনিবাসও এবার অনেক বেশি সংখ্যায় নেমেছে রাস্তায়। ...তা সত্ত্বেও জনজীবন স্বাভাবিক যাকে বলে কলকাতা ঘুরে এদিন সেই ছবিটা চোখে পড়েনি। ... ঠেলায় পড়ে খোলা ছিল মানিকতলার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখা। দুপুর তখন দেড়টা। কর্মীরা প্রায় সকলেই হাজির। অথচ গ্রাহক নেই একজনও। ... খোলা ছিল পার্ক স্ট্রীটের ডাকঘরও। কর্মীরা পরিষেবা দিতে তৈরি, কিন্তু দেবেন কাকে? ওই পাড়ার রেস্তোরাঁ সব খোলা, যদিও খানাপিনা করার লোকের অভাব। ক্যামাক স্ট্রীটের বরদান মার্কেটের বিক্রেতারা পসরা নিয়ে প্রস্তুত, ক্রেতা নেই। বৌবাজারে সোনার দোকান সব বন্ধ ছিল... চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের দু'পাশে সার সার দোকান বা বড়বাজারের দোকান পর্যন্ত খোলেনি। নিউ মার্কেটের ঝাঁপও ছিল নামানো। ...টালা থেকে টালিগঞ্জ — এদিন ঘণ্টা তিনেক কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে কোন বন্‌ধ সমর্থকের দেখা মিলল না। রাস্তায় বেরোনো মানুষকে কারাইবা আটকাবেন? কিন্তু কেউ বন্‌ধ ব্যর্থ করতে চাইলে তবে না বাধা দেওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে। অথচ এদিনের এস ইউ সি'র ডাকা ২৪ ঘণ্টা বন্‌ধে জনজীবন স্বাভাবিক রাখতে আয়োজন আর চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। হাজরা থেকে উল্টোডাঙ্গা, হাডকো, দেশপ্রিয় পার্ক থেকে বৌবাজার ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া মোড় — পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। ...হাওড়া স্টেশন এলাকা থেকে বাস-মিনি-ট্যাক্সি-অটো অল্প চলেছে। যাত্রীও তেমন ছিল না। কয়েকটি রুটে দূরপাল্লার প্রাইভেট বাসও চলেনি।''

(আনন্দবাজার, কলকাতা ১৮-১১-০৪)

''বুধবার সারাদিন শহর ঘুরে মনে হয়েছে সাধারণ মানুষের সমর্থন রয়েছে''

''সপ্তাহের ব্যস্ততম কাজের দিন বুধবার এস ইউ সি আই-এর বাংলা বন্‌ধ শহরজুড়ে সাড়া ফেলল ভালই। ... শহরের মধ্যের সবকটি বড় রাস্তার ধারের ৯০ শতাংশ দোকানপাট ছিল বন্ধ। সরকারি দফতর, পুরসভার দফতর, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বিভিন্ন শাখা অফিস খোলা থাকলেও উপস্থিতির হার ছিল নগণ্য। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার নিউ মার্কেট, লিন্ডসে স্ট্রিট, হগ মার্কেট, জগুবাবুর বাজার, লেক মার্কেট, গড়িয়াহাট বাজার সবক'টি ছিল বন্ধ।...আকর্ষণীয় বিষয়, সল্টলেকের তথ্যপ্রযুক্তি দফতরগুলির কর্মীদের অফিসে পৌঁছে দিতে পরমা আইল্যান্ড, বেলেঘাটা, করুণাময়ী, হাডকো প্রভৃতি স্থানে পুলিশ অটো ভাড়া করে সকাল থেকে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিটি স্থানে পুলিশের ভাড়া করা ১০টি করে অটো তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সঙ্গে জড়িত অফিস যাত্রীদের পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেছে দিনভর। তাই শহরের অন্যান্য অংশে সরকারি, বেসরকারি দফতরগুলিতে হাজিরার হার নামমাত্র হলেও সল্টলেকের পাঁচ নম্বর সেক্টর'এ আই বি এম, উইপ্রো, সিটিএস, ওয়েবেল প্রভৃতি তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের অফিসগুলিতে কর্মী হাজিরা ছিল ৮৫ শতাংশ। ...সল্টলেকের অন্যান্য অংশে বন্‌ধের ফলে ব্যাহত হয়েছে স্বাভাবিক জনজীবন।

...বারবার পেট্রলের দামবৃদ্ধি, তার জেরে বাস ট্রাম ট্যাক্সি সহ অন্যান্য যাত্রী পরিবহনের ভাড়ার ক্রমশ বাড়বাড়ন্ত, রান্নার গ্যাসের দাম এক ঝটকায় দুর্মূল্য করে দেওয়া এবং উত্তরোত্তর বিদ্যুতের দামবৃদ্ধি মধ্যবিত্তের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এগুলির বিরুদ্ধেই ২৪ ঘণ্টার বাংলা বন্‌ধ ডাকে এস ইউ সি আই। বুধবার সারাদিন শহর ঘুরে মনে হয়েছে সাধারণ মানুষের প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে দাবিগুলির প্রতি। সর্বক্ষণ জনারণ্যে ভরপুর ধর্মতলা, চৌরঙ্গী মোড়, পার্ক স্ট্রিট, ময়দান, ডালহৌসি অফিসপাড়া এদিন ছিল শুনশান। বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাস্তায় ক্রিকেট খেলাও দেখা গিয়েছে জায়গায় জায়গায়। ...সরকারি বাস ট্রাম চললেও তাতে যাত্রী ছিল না। ...সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, পার্কস্ট্রিট, নিউ পার্কস্ট্রিট, মির্জাগালিব স্ট্রিট, এলিয়ট রোড, রয়েড স্ট্রিট, সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনিউ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, দেশপ্রিয় পার্ক, ভবানীপুর, হাজরা, থিয়েটার রোড, ময়দান এলাকা সব জায়গাতেই বন্‌ধ প্রভাব ফেলেছে রীতিমত। কোথাও কোন দোকান বাজার খোলা ছিল না।''

(সংবাদ প্রতিদিন, মহানগর, ১৮-১১-০৪)

''বন্‌ধে উত্তরবঙ্গে জনজীবন অচল''

''বুধবার এস ইউ সি'র ডাকা ২৪ ঘণ্টা বাংলা বন্‌ধে উত্তরবঙ্গে জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। দোকান বাজার যানবাহন পুরোপুরি বন্ধ থাকায় রাস্তাঘাটেও লোকজন প্রায় ছিলই না। ...শিলিগুড়িতে এদিন সরকারি অফিস খোলা থাকলেও হাজিরা ছিল কম। বেশিরভাগ স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল। রাস্তায় কোন বেসরকারি যানবাহন নামেনি। দু'একটি সরকারি বাস চললেও তাতে যাত্রী প্রায় ছিলই না। রাস্তাঘাট ফাঁকা। ...কোচবিহারেও অধিকাংশ দোকান, বাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বেসরকারি বাস, মিনিবাস, অন্যান্য যানবাহন বন্ধ ছিল। ...উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দোকানবাজার, ব্যাঙ্ক, স্কুল কলেজ সবই বন্ধ ছিল। জলপাইগুড়ি জেলায় ...অধিকাংশ দোকান বাজার বন্ধ ছিল। সরকারি অফিস, ব্যাঙ্ক খুললেও কর্মীদের হাজিরা ছিল কম। বন্ধ ছিল বেসরকারি বাস। সরকারি বাস চললেও যাত্রী ছিল না।''

(বর্তমান, ১৮-১১-০৪)

''সিপিএম ক্যাডাররা দাঁড়িয়ে থেকে গ্রেপ্তার করালো বন্‌ধ সমর্থকদের''

''বুধবার বন্‌ধের দিনে পূর্ব মেদিনীপুরে ঝাণ্ডা হাতে সিপিএম ক্যাডাররা পুলিশের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে গ্রেপ্তার হওয়া এস ইউ সি সমর্থকদের গাড়িতে তুলল। ...পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক কিংবা কাঁথি, মেদিনীপুর শহরের কালেক্টরেট, হেড পোস্ট অফিস সর্বত্রই এদিন পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য সিপিএমের ক্যাডার বাহিনী ঝাণ্ডা হাতে হাজির ছিল। ...কাঁথি এবং মুগবেড়িয়ায় পুলিশকে দাঁড় করিয়ে সিপিএম ক্যাডার বাহিনী এস ইউ সি কর্মীদের মারধর করে। ...এদিন সকাল দশটায় কাঁথি পোস্ট অফিসের সামনে এস ইউ সি কর্মী প্রতিভা মণ্ডল ও সবিতা দাসকে পুলিশের সামনেই সিপিএম ক্যাডাররা রাস্তায় ফেলে মারধর করেছে। ওই মারধরের ছবি করতে গেলে সাংবাদিকদের ক্যামেরাকে পুলিশ আড়াল করে দেয়।'' (বর্তমান ১৮-১১-০৪)

''মহাকরণ ঢুঁ মেরে দেখা গেল গোটা ঘর খালি''

শ্রমমন্ত্রী মহম্মদ আমিনের ঘোষণা, ''(মহাকরণে) হাজিরা ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ।'' যখন তিনি এই ঘোষণা করছেন তখন কিন্তু মহাকরণ অনেকটাই ফাঁকা। ''...বেলা দুটো নাগাদ কোনও দপ্তরেই ২ থেকে ৫ শতাংশের বেশি কর্মচারী ছিলেন না। সব ভোঁ ভা। ...অর্থ, স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও সংস্কৃতি, পশুপালন, পূর্ত দপ্তরে ঢুঁ মেরে দেখা গেল গোটা ঘর খালি। এদিক ওদিক গুটিকয় লোক বসে আছেন। বাকি চেয়ারগুলি খা খা করছে।'' (দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৮-১১-০৪)

''শত শত বাস, ট্যাক্সি, অটো চলেছে, কিন্তু যাত্রীহীন''

''নয় হাজার পুলিশ কর্মী, ২০,০০০ অটো রিক্সা, ৪০০০ বাস, ১৬০টি ট্রাম ও প্রায় এক হাজার ট্যাক্সি — কিন্তু এরা সকলে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করেও কলকাতার এক বিরাট অংশের মানুষকে বুধবার ঘরের বাইরে বেরোবার যৌক্তিকতা বোঝাতে পারেনি।

কলকাতাবাসী যেহেতু ঘরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাই বাস-অটো-ট্যাক্সির মালিকরা আবার মার খেল। সকালে যতক্ষণ তারা গাড়ি চালিয়েছে, তাদের ক্ষতিই শুধু বেড়েছে। কারণ পরিবহন ব্যবহার করার মানুষের সংখ্যা ছিল রাস্তায় সামান্য। যেমন বেঙ্গল বাস সিন্ডিকেটের ১৫০০ বাস সকালে রাস্তায় নেমেছিল, কিন্তু যাত্রী না থাকায় অধিকাংশ মালিক বাস তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ২৭০০ মিনিবাসের মধ্যে মাত্র ২৫ শতাংশ এদিন রাস্তায় বেরিয়েছিল। অটো রিক্সার স্ট্যান্ডগুলিতে সকাল থেকে প্রায় ৫০ শতাংশ অটো উপস্থিত ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রেও যাত্রী সংখ্যা নগণ্য হওয়ায়, অটো চালকরা পরে গাড়ি তুলে নেয়।''

(টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, ১৮-১১-০৪)

''হাইকোর্টেই ব্যর্থ হল বন্‌ধ বিরোধী নির্দেশ''

''...খাস হাইকোর্টেই ব্যর্থ হল সেই নির্দেশ। বিচারপতিরা হাজির হলেও কোর্ট চলল না। এক-দু'টো আদালত বাদ দিলে কর্মীদের গরহাজিরার জন্য বুধবার হাইকোর্টে বিচারের কাজ মোটামুটি বন্ধই রাখতে হল বিচারপতিদের। আদালত শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই অধিকাংশ বিচারপতি এজলাস ছেড়ে উঠে যান। ...এদিন বিশেষ নজর ছিল হাইকোর্টের দিকে। সরকারি অফিসার, কর্মীরা, সকাল থেকেই বারবার জানতে চেয়েছেন, হাইকোর্ট, আলিপুর কোর্ট, ব্যাঙ্কশাল কোর্ট বা শিয়ালদহ কোর্টে হাজিরার হার কেমন। কিন্তু ঘরামির ঘর ফুটো হওয়ার মত ...হাইকোর্ট নিজের কর্মীদের কোর্টে আনতে পারেনি।'' (আনন্দবাজার, ১৮-১১-০৪)

''এদিন হাইকোর্টের কর্মীদের উপস্থিতির হার এত কম হওয়ায় এজলাসেই হতাশা প্রকাশ করেন বিচারপতি প্রতাপ কুমার রায় এবং বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। ...আইনজীবী থেকে শুরু করে আদালতের কর্মীদের অনুপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। ...যাঁরা এই বন্‌ধের বিরোধিতা করেছেন সেই সিপিএম প্রভাবিত কো-অর্ডিনেশন কমিটির বহু সদস্যও গরহাজির ছিলেন।

''রাজ্য বার কাউন্সিলের সদস্য উত্তম মজুমদারের কথায়, পাঁচ হাজার সদস্যের মধ্যে মাত্র শ'দুয়েক আইনজীবী ছিলেন। কোর্ট অফিসার, করণিক, বেয়ারার উপস্থিতি ছিল সামান্যই। মামলার কোন পক্ষই না আসতে পারায় বহু মামলার শুনানিই হয়নি।'' (সংবাদ প্রতিদিন, ১৮-১১-০৪)

গণশক্তির রিপোর্ট

সিপিএমের মুখপত্র গণশক্তি (১৮-১১-০৪) লিখেছে, ১৭ নভেম্বরের বন্‌ধ জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। সেই গণশক্তিই কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানির রিপোর্টে লিখেছে ঃ

''এদিন মামলার শুনানির সময় এক আইনজীবী মন্তব্য করেছেন, কলকাতা হাইকোর্টের উপস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক ও দুর্ভাগ্যজনক। এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি প্রতাপ রায় বলেন, রাজ্য সরকার জনজীবন স্বাভাবিক রাখার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে, যানবাহন চলেছে, ট্রেন চলেছে। তাহলে এমন অবস্থা হল কেন? এ ব্যাপারে খোঁজ নিন।... বিচারপতি রায় বলেন, যাঁদের নিজেদের গাড়ি আছে তাঁদের একটি বড় অংশ কাজে আসেননি।''

এই কি বন্‌ধকে প্রত্যাখ্যান করা?

মন্ত্রী বলেন

''... বন্‌ধের দিন যে জনজীবন স্বাভাবিক রাখা যায়নি তা স্বীকার করেছেন পরিবহনমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'গাড়ি ঘোড়া থাকলেও লোক ছিল না'।'' (সংবাদ প্রতিদিন, ১৮-১১-০৪)

''শিল্পাঞ্চলে বন্‌ধের ব্যাপক প্রভাব''

''...বুধবারের ২৪ ঘন্টার বাংলা বন্‌ধের প্রভাব পড়ে শিল্পাঞ্চলে।

আসানসোলের প্রধান বাজারের প্রায় সমস্ত দোকান পুরো বন্ধ ছিল। রামনগর, দেন্দুয়া, রূপনারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানে বন্‌ধের প্রভাব দেখা গেছে। সরকারি অফিসে কিছু কর্মচারী এলেও কর্মোপলক্ষে আসা বাইরের লোকের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। বাস চলাচল ছিল খুবই কম। মিনিবাসের সংখ্যা ছিল এক-তৃতীয়াংশ। দিসেরগড়, গৌরাণ্ডী, রুনাকুড়াঘাটের কোন বাসই চলেনি। জাতীয় সড়কে মালবাহী যানবাহন প্রায় ছিল না। আসানসোল শহরের অধিকাংশ দোকানের শাটার খোলেনি।''

হাওড়া কোর্ট, পৌর সংস্থা, জেলার প্রধান ডাকঘর খোলা ছিল, কিন্তু কর্মচারীদের সংখ্যা অন্যদিনের তুলনায় কম ছিল। স্কুল, কলেজ বা অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বন্‌ধের প্রভাব বেশি দেখা গেছে। বার্ন স্ট্যান্ডার্ড, হুগলি জুট মিল সহ জেলার অন্যান্য কলকারখানাতেও উপস্থিতি কম ছিল। এন এস রোড, মহাত্মা গান্ধী রোড, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড বা হাওড়া রোডে যেখানে অন্যান্য দিনে যানবাহন ও পথচারীর ভিড়ে পা রাখা যায় না, সেখানে লোকেরা আজ আরামে চলাফেরা করেছেন। হাওড়ার শিল্পাঞ্চল বেলিলিয়াস লেন, লিলুয়া ও ঘুসুড়িতেও লোকচলাচল খুবই কম ছিল।

কিছু লোকাল ট্রেন ছাড়া অধিকাংশ ট্রেন সময় মতো যাতায়াত করলেও যাত্রী সংখ্যা খুবই কম। হাওড়ার প্রায় সব টিকিট কাউন্টারই ছিল ফাঁকা। স্টেশনের বাইরে প্রিপেড ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে বেলা ২টা পর্যন্ত একটাও ট্যাক্সি দেখা যায়নি। যাত্রী সংখ্যা কম এবং কম আয়ের কথা রেলসূত্রে স্বীকার করা হয়েছে।''

''খড়্গপুরে ৮০ থেকে ৯০% সরকারি ও বেসরকারি অফিস বন্ধ ছিল। জনজীবন পুরোপুরি স্তব্ধ ছিল। স্কুল-কলেজ বন্ধ। পুলিশি ব্যবস্থাপনায় কোন কোন ব্যাঙ্ক খোলা হলেও কোনও গ্রাহক আসেননি। রাস্তা, স্টেশন, প্ল্যাটফর্ম জনহীন। ট্রেন চললেও যাত্রী ছিল না। সম্পূর্ণ বামপন্থী পদ্ধতিতে সংগঠিত এস ইউ সি আই বন্‌ধ ডেকে এবং তাকে সফল করে ক্ষমতাসীন সিপিএম সরকারের সামনে আপন শক্তির পরিচয় দিয়েছে। পেট্রোল-ডিজেল, গ্যাস ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আহূত রাজ্যব্যাপী বন্‌ধকে পুরোপুরি সফল করে এস ইউ সি আই তার তীব্র বিরোধিতা প্রমাণ করে দিয়েছে। সাথে সাথে তার ক্রমবর্ধমান জনসমর্থন ও প্রভাব শাসক অন্যান্য দলগুলিকে দেখিয়ে দিয়েছে।'' (হিন্দী দৈনিক জাগরণ, ১৮-১১-০৪)

বন্‌ধ চিত্র জেলায় জেলায়

দুয়ের পাতার পর

জেলায় মোট ২০ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশকে গ্রেপ্তার করতে সাহায্য করেছে সিপিএম ঠ্যাঙাড়েবাহিনী আর কো-অর্ডিনেশন কমিটির লোকেরা। পুলিশ এতই তৎপর হয়ে ওঠে যে, এস ইউ সি আই কর্মীদের তো বটেই, রাস্তা থেকে দলের সমর্থকদেরও গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ বাড়ি বাড়ি ঢুকে মহিলা কর্মী মাধবীলতা পাল, সাগরিকা বর্মণ ও সাবিত্রী বর্মণকে গ্রেপ্তার করে। বন্‌ধের ছবি তোলার 'অপরাধে' দলের কর্মী তপন বর্মনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং ক্যামেরার ফিল্ম খুলে নেয়। উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক কমরেড শ্যামল দে বন্‌ধ সফল করার জন্য জেলার সর্বস্তরের জনসাধারণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

দক্ষিণ দিনাজপুর

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ১৭ নভেম্বর বন্‌ধ খুব ভাল হয়েছে। দোকান, বাজার, স্কুল-কলেজ, বেসরকারি বাস সমস্তই বন্ধ ছিল। ব্লকগুলিতে সরকারি অফিসে হাজিরা খুবই কম ছিল। কিছু ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। জনগণের মধ্যে বন্‌ধের প্রতি সমর্থন ছিল ব্যাপক। পুলিশ এস ইউ সি আই কর্মীদের গ্রেপ্তার করার সময় বিভিন্ন জায়গায় জনসাধারণ পুলিশের দিকে মারমুখী হয়ে ধেয়ে যায়। লক্ষ্য করা গেছে, নীচের তলার পুলিশের মধ্যেও বন্‌ধের প্রতি ভাল সমর্থন ছিল। থানায় গ্রেপ্তারের পর পুলিশের কিছু বক্তব্য তাই নির্দেশ করে — (১) একজন কমরেডের নিকট কয়েকজন মহিলা পুলিশ থানায় প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বলেন যে তাঁরা নিরুপায় হয়ে এভাবে অ্যারেস্ট করেছেন, তাঁদের কাছে কড়া নির্দেশ ছিল। তাঁরা আরো বলেন যে মনের দুঃখে দুপুরে নবান্নের খাওয়াও তাঁরা খেতে পারেননি। (২) থানায় গ্রেপ্তার হওয়া কমরেডদের জন্য দুটি বই (ভগৎ সিং-এর জীবনী) পড়বার জন্য পাঠানো হয়। বই দুটি দেখেই পুলিশেরা তা কিনে নেন। তাঁরা বলেন, আপনাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

জেলায় মোট ২০ জন গ্রেপ্তার হয়।

মালদহ

মালদহ জেলায় এস ইউ সি আই-এর ডাকা বন্‌ধ সর্বাত্মকভাবে সফল। জেলায় বাজার-হাট, দোকান, যানবাহন, অফিস সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। সকালের দিকে কয়েকটি সরকারি বাস জোর করে চালালেও যাত্রী সংখ্যা ছিলই না বলা যেতে পারে। বন্‌ধ ব্যর্থ করার জন্য সিপিএম সকাল থেকে শহরের কেন্দ্রস্থল হেড পোস্ট অফিসের সামনে রিক্সায় মাইক-ঝাণ্ডা বেঁধে প্রচারের জন্য তৈরি থাকা সত্ত্বেও দলের লোকজনই না আসায় সেই প্রচারের কর্মসূচি তুলে নিতে বাধ্য হয়।

এই বন্‌ধ সফল করার জন্য বেশ কিছু ক্লাব সাহায্য করেছে, নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে বন্‌ধ করিয়েছে এবং পুলিশ যাতে দলের কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে না পারে, নানাভাবে সে ব্যাপারে সাহায্য করেছে।

জেলা সদরের অন্যতম মিউনিসিপ্যাল মার্কেটগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। সম্পূর্ণ বন্ধ চিত্তরঞ্জন মার্কেটে এক সিপিআইএম সমর্থক তার দোকানটি খুলে রাখলে পাশের অন্য দোকানদাররা সেটি বন্ধ করে দেন। তাঁরা বলেন, "সিপিএম বন্‌ধ ডাকলে আমাদের বন্‌ধ করতে বল, এবার এস ইউ সি আই বন্‌ধ ডেকেছে বলে দোকান খোলা চলবে না।"

মালদহ কোর্ট, রেজিস্ট্রি অফিস, পোস্ট অফিস, সেল্‌স ট্যাক্স অফিস, ইনকাম ট্যাক্স অফিস, ডি আই অফিস, ফুড সাপ্লাই অফিস, এস এস সি ইত্যাদি সরকারি অফিস সহ বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, এল আই সি এবং অন্যান্য বেসরকারি অফিসগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। পুলিশ মোট ১৫ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে।

মুর্শিদাবাদ

সরকারি কর্মচারীদের বেতন কাটার হুমকি, ভয়ভীতি প্রদর্শন, সমাজবিরোধী ব্যবহার, আগের রাতে কর্মচারীদের অফিসে এনে রাখা, সরকারি গাড়িতে করে কর্মচারী বয়ে আনা, পুলিশি সন্ত্রাস, লাঠিচার্জ ও গ্রেপ্তার সবরকম অস্ত্র ব্যবহার করে ১৭ নভেম্বর বন্‌ধ ভাঙার সরকারি অপচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা বন্‌ধের ডাকে ব্যাপকভাবে সাড়া দিল মুর্শিদাবাদের আপামর জনসাধারণ। জেলার সমস্ত হাটবাজার, স্কুল-কলেজ, সব কটি আদালত এদিন ছিল অচল; লরি বাস অটো ট্রেকার — যাবতীয় পরিবহন ছিল স্তব্ধ, ছোট বড় প্রায় সব দোকানপাট ছিল বন্ধ; টাঙ্গা এবং রিক্সাও চালায়নি গরিব মানুষ; বিড়ি শিল্পও এদিন স্তব্ধ হয়েছিল; কাজে যাননি সুতা কাটুনী মহিলা শ্রমিকরাও; ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, বিভিন্ন ইন্সিওরেন্স কোম্পানির অফিস সহ বহু সরকারি অফিসের তালা খোলারও কেউ ছিল না। দু-চারখানা সরকারি বাস চললেও যাত্রী ছিল না।

ব্যাপক পুলিশি সন্ত্রাসের সাহায্যে রাণীনগর-১ ব্লক অফিস ও ব্যাঙ্কে কর্মচারীদের ঢুকতে বাধ্য করা হয়। এখানকার হুড়শী অঞ্চলে দোকান খোলাতে নেমেছিল সিপিএমের চিহ্নিত সমাজবিরোধীরা। লোচনপুরে সিপিএম প্রধান ঠ্যাঙ্গাড়েবাহিনী নিয়ে নেমেছিল বন্‌ধ ভাঙতে। কিন্তু দু-একটা দোকান খোলালেও বাদবাকী সবই ছিল শুনশান। রাণীনগর-২ বাজারে সিপিএম নেতারা যখন বক্তৃতা করছিলেন বন্‌ধ ভাঙার জন্য, ঠিক তখনই তাদের কর্মী-সমর্থকরা নেতাদের ধিক্কার জানিয়ে বন্‌ধ কর্মসূচীকে সমর্থন করছিল। ডোমকল মহকুমার সব অফিস ছিল ফাঁকা; এস ডি ও অফিসে একমাত্র এস ডি ও বসেছিলেন বাতি জ্বেলে। জঙ্গিপুরের এস ডি ও অফিসে উপস্থিতি ছিল নামমাত্র। এফ সি আই-এ তালা ভেঙে

নয়ের পাতায় দেখুন

বালুরঘাট শহর, দক্ষিণ দিনাজপুর

বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড, মুর্শিদাবাদ

উত্তর দিনাজপুরের ছবি নেই

রায়গঞ্জে ফটোগ্রাফারকে ধরে ক্যামেরা ও ফিল্ম কেড়ে নিয়েছে পুলিশ

মালদা শহর

বন্‌ধ চিত্র জেলায় জেলায়

আটের পাতার পর

দু'জনকে ঢোকায় পুলিশ। কান্দী মহকুমা শহরে সবই ছিল স্তব্ধ। এস ডি ও অফিসে উপস্থিতি ছিল অতি নগণ্য। বহরমপুর সদরেও বন্‌ধ ছিল সর্বাত্মক। পুলিশ সন্ত্রাস চালিয়ে পোস্ট অফিস এবং কালেক্টরীতে বন্‌ধ ভেঙে দেয়। এমনই বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া মুর্শিদাবাদ জেলায় বন্‌ধ ছিল সর্বাত্মক।

সারা জেলায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা ১১১ জন, মহিলা কর্মী ১৯ জন। ধুলিয়ানের ডাকবাংলোর মোড়ে ধৃত ১২ জন কর্মীকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় বন্‌ধ সমর্থনকারী জনতা। পুলিশি অত্যাচার ও বন্‌ধ ভাঙার নোংরা পদক্ষেপগুলির তীব্র সমালোচনা না করে পারলেন না আর এস পি'র রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক; বন্‌ধের পরদিন ১৮ নভেম্বর শ্রমিক-কর্মচারীদের এক সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সিপিএমের বন্‌ধ ভাঙার নোংরা রাজনীতিকে তিনি ধিক্কার জানান।

এমনি করেই সিপিএম, আর এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলগুলির অসংখ্য কর্মী এবং নেতাদের একাংশের বুকভরা ভালবাসা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় এই বন্‌ধ হয়ে উঠেছিল জনগণের বন্‌ধ। কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল ও সিপিএম নেতৃত্বের আন্দোলন বিরোধী মহাজোট যেমন এই বন্‌ধে নগ্নভাবে প্রকাশিত হল, তেমনি এই সমস্ত দলের কর্মী-নেতাদের একাংশ ও সংগ্রামী জনতার সঙ্গে এস ইউ সি আই-এর মেলবন্ধনে এক মহান সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধ শক্তিরও অভ্যুত্থান এই বন্‌ধের পরম পাওয়া।

বীরভূম

১৭ নভেম্বর বাংলা বন্‌ধে বীরভূম জেলায় ছিল সর্বাত্মক ও স্বতঃস্ফূর্ত বন্‌ধের চিত্র; জনজীবন ছিল স্তব্ধ। হাট-বাজার, দোকানপাট ও স্কুল-কলেজ খোলেনি, বাস চললেও যাত্রী ছিল না। জেলার মোট ৪টি কোর্টের কোথাও কাজ হয়নি। আইনজীবীরা আসেননি, কিছু বিচারক এলেও কোনও মামলা হয়নি। শুধু পুলিশ পাহারায় যাত্রীবিহীন কিছু সরকারি বাস চলেছে। পুলিশ দিয়ে জোর করে দু'চারটি ব্যাঙ্ক খোলালেও কোন কাজ হয়নি। বেতন কাটার হুমকি সত্ত্বেও সরকারি অফিসে হাজিরা ছিল সামান্য।

সিউড়ি সরকারি বাস ডিপোতে যাত্রীবিহীন সরকারি বাস চালানোর প্রতিবাদ করলে পুলিশ মহিলা কর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ৪ জনকে আহত করে, ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে। সিউড়ি জেলা প্রশাসন ভবনে সিপিএম-এর নেতা-কর্মীদের নির্দেশে পুলিশ ২০ জনকে গ্রেপ্তার করে, আহত হন ৪ জন। পুরন্দরপুরে সিপিএম লাঠি, টাঙি নিয়ে মিছিলের উপর আক্রমণ করে। ৩ জন আহত হয়। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে সিপিএম-এর কাজে সহায়তা করে। দুবরাজপুরে সিপিএম আমাদের ব্যানার ছিঁড়ে কর্মীদের আক্রমণ করে, পুলিশ আমাদের ৫ কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। প্রবল জনরোষের মধ্যেই বোলপুর আদালত চত্বরে ১০ জন কর্মী গ্রেপ্তার হন। রামপুরহাটে পুলিশ লাঠি চালিয়ে ২জন কর্মীকে আহত করে, ২৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। মুরারই-চাতরা থেকেও গ্রেপ্তার করে ৫৪ জনকে। সমগ্র জেলা থেকে পুলিশ ১০ জন মহিলা সহ ১২৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। আহত ৪ জনকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়।

সিউড়ি শহর, বীরভূম

পোস্ট অফিস মোড়, পুরুলিয়া শহর

বন্‌ধ ও আন্দোলনের প্রতি প্রকাশ পেয়েছে সর্বস্তরের মানুষের অভূতপূর্ব সমর্থন ও সহযোগিতা।

● বোলপুর আদালত চত্বর থেকে পুলিশ ধ্বস্তাধ্বস্তি করে ৭ জন কর্মী-সমর্থককে গ্রেপ্তার করে। এস ডি জে এম চেম্বারে এস ডি পি ও-কে ডেকে পাঠিয়ে জানতে চান কেন আদালত চত্বর থেকে তাঁর অনুমতি ছাড়াই গ্রেপ্তার করা হল। আদালত চত্বর থেকে গ্রেপ্তার করতে হলে এস ডি জে এম-এর অনুমতি দরকার সেকথা স্মরণ করিয়ে দিলে পুলিশকর্তা বেআইনি বন্‌ধের প্রসঙ্গ তোলেন। এস ডি জে এম তখন প্রশ্ন করেন, শাসকদলের বন্‌ধ হলে পুলিশ এই ভূমিকা নেবে কিনা।

● রামপুরহাটের স্টেট ব্যাঙ্ক বন্ধ। পুলিশ ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে তুলে এনে তালা খোলায়। পরিকল্পনা মাফিক টাকা তুলতে হাজির সি পি এমের এক ব্যক্তি। ক্যাশিয়ার না আসায় ম্যানেজার ঐ ব্যক্তিকে অপেক্ষা করতে বলেন। এদিকে ক্যাশিয়ার আসছেন না। ক্যাশিয়ার না আসায় টাকা তুলতে পারছেন না সে কথা লিখে দিতে বললে ম্যানেজার দুটোর পর আসতে বলেন। কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করে ঐ ব্যক্তি ফিরে যান।

বাঁকুড়া শহর, বাঁকুড়া

বাঁকুড়া

১৭ নভেম্বর বাঁকুড়া জেলার সর্বত্র বন্‌ধ সফল হয়েছে। জেলার সর্বত্র স্কুল-কলেজ, দোকানপাট, হাট-বাজার সবই বন্ধ ছিল। কোর্ট চত্বরগুলি ছিল সর্বত্রই ফাঁকা। অফিস খুললেও হাজিরা ছিল একেবারে কম। জেলার কোথাও কোন বেসরকারি বাস চলাচল করেনি; সরকারি বাস দু'চারটি চললেও কোন যাত্রী ছিল না। যাত্রীবিহীন ট্রেনও চলেছে। বাঁকুড়া সদরের সব দোকানই বন্ধ ছিল। সিপিএম ও পুলিশ জোর করে বেলার দিকে কিছু দোকান খোলায়; কিন্তু পুলিশ ও সিপিএমের লোকজন চলে গেলেই দোকানের মালিকরা নিজস্ব উদ্যোগেই আবার দোকান বন্ধ করে দেন।

বাঁকুড়া সদর ও মফস্বল এলাকায় পুলিশের তৎপরতা ছিল ব্যাপক। ধলডাঙা মোড়ে এস ইউ সি আই-এর ব্যানারগুলি পুলিশ খুলে নেয়। কেন সেগুলি আগে সরানো হয়নি এবং এস ইউ সি আই কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়নি — এই অজুহাতে বাঁকুড়ার এস পি তিনজন পুলিশ কর্মীকে সাসপেন্ড করেছেন বলে জানা যায়। সদর মাচানতলা মোড়ে বন্‌ধের হোর্ডিংগুলি পুলিশ ভেঙে দেয়। খাতড়া ও সিমলাপালে কর্মীরা স্কোয়াড করলেই পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করে নেয়। মোট ১৭ জন কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছেন।

এবারের বন্‌ধ ছিল সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত। মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। বন্‌ধ সফল করার জন্য পরের দিন সকালে জেলাবাসীকে দলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়।

পুরুলিয়া

১৭ নভেম্বরের বন্‌ধ ঘোষণার সাথে সাথে সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল দলগতভাবে একযোগে বন্‌ধ বিরোধী প্রচার, সন্ত্রাস ও হুমকি শুরু করে দেয়। বন্‌ধের দিন তা হয়েছে প্রকটতর। তা সত্ত্বেও সংগ্রামী উদ্দীপনায় ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে পুরুলিয়া জেলায় ২৪ ঘণ্টার সর্বাত্মক বাংলা বন্‌ধ পালিত হয়েছে।

বন্‌ধের আগের দিন গভীর রাতে পুলিশ পার্টি কার্যালয়ে ও সেন্টারে হানা দেয়। ভোররাত্রি থেকেই পুলিশ ও বন্‌ধ বিরোধীরা রাস্তায় নামে,

দশের পাতায় দেখুন

বন্‌ধ চিত্র জেলায় জেলায়

নয়ের পাতার পর

কোনো জায়গাতেই পুলিশ এস ইউ সি আই কর্মীদের দাঁড়াতে দেয়নি, রাস্তায় নামার সাথে সাথেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ নিজস্ব উদ্যোগে বন্‌ধ সফল করেন। জেলায় মোট ১৫২ জন বনধ সমর্থনকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। জেলা আদালত গেটে লাঠিচার্জ করলে ১ জন মহিলা সহ ২ জন আহত হন। জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ। অল্পসংখ্যক সরকারি বাসে ও ট্রেনে পুলিশ থাকলেও যাত্রী ছিল শূন্য। পুরুলিয়া সদর, রঘুনাথপুর, শিল্পাঞ্চল সাঁওতালডি সহ জেলার প্রতিটি শহর, এমনকী প্রত্যন্ত গ্রামেও যেখানে মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না, সর্বত্রই বন্‌ধ ছিল সর্বাত্মক।

সিপিএম নেতৃত্ব পুলিশের ইনফর্মারের কাজ করলেও প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নীচুতলার কর্মীরা বন্‌ধ সফল করার ব্যাপারে ছিলেন সক্রিয়। প্রবল বিরোধিতা ও প্রশাসনিক চাপকে উপেক্ষা করে বেসরকারি পরিবহন সংস্থা, ব্যবসায়ী সমিতি ও বিভিন্ন ছোটবড় এ্যাসোসিয়েশনগুলি নিজেদের সংগঠনগত সিদ্ধান্তে এই বন্‌ধকে সফল করেছে।

বর্ধমান

১৭ নভেম্বরের বাংলা বন্‌ধ সি পি এমের তথাকথিত ঘাঁটি বর্ধমান জেলাতেও ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্যে দলীয় ঠ্যাঙাড়েবাহিনী নামিয়ে, বাড়ি বাড়ি হামলা করে, অফিস কর্মচারী-ম্যানেজার থেকে শুরু করে দোকানদারদের তুলে এনে অফিস-দোকান খোলাবার হাজারো অপচেষ্টা চালিয়েও বর্ধমান জেলার সংগ্রামী জনতার চ্যালেঞ্জের কাছে হার মানতে হল সি পি এম নেতৃত্বকে। বাজারের সব্জি বিক্রেতা, রিক্সাচালক সহ সাধারণ মানুষই আন্দোলনের প্রচারক ও স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা নিয়েছে বলেই এস ইউ সি আই-এর ডাকা বন্‌ধ এমন সফলতা পেয়েছে।

বনধের দিন সকালে রাস্তায় নামতেই চিত্তরঞ্জন, কুলটি, আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান থেকে ৪০ জন এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে থানায় আটকে দেয়। সি পি এম নেতাদের চোখ রাঙানি আর প্রশাসনের উপরতলার কর্তাদের মিনিটে মিনিটে ফোন — 'যেন তেন প্রকারেণ সব খোলা রাখতে হবে' — নির্দেশে অতিষ্ঠ এক পুলিশকর্মী বলেই ফেললেন, ''এ যেন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হচ্ছে''।

ভোরে সিটু কর্মীদের চাপে কয়েকটা বাস স্ট্যান্ড থেকে বের হয়ে কেউ গ্যারেজে, কেউ মালিকের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যায়, কারণ বাসে যাত্রী নেই। কয়েকটি ব্যাঙ্কের দরজা খোলা — কেউ লেনদেন করতে আসেনি। সি পি এম নেতাদের চাপে গোটাকতক দোকান খুললেও খদ্দেরের অভাবে বন্ধ করে দেয়। বহুকাল পর এস ইউ সি আই-এর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আবার লড়াইয়ের স্বাদ পেলেন বর্ধমানের মানুষ। পরের দিন অভিনন্দনের কণ্ঠ মাইকে শুনতে পেয়েই দূর থেকে ভেসে এল এক ব্যক্তির গভীর আনন্দের অভিব্যক্তি — 'ইউ আর সাকসেসফুল'। বন্‌ধে মানুষের সমর্থনের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে একজন কমরেড আবেগে চোখের জল আটকাতে পারলেন না, বললেন — 'আমাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল কমরেড'।

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর

১৭ নভেম্বর ভোরে এস ইউ সি আই কর্মীরা বন্‌ধের আবেদন জানিয়ে মিছিল শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশবাহিনী তাদের গ্রেপ্তার করে থানায় তুলে নিয়ে যায়। তমলুক থেকে কাঁথি, মেদিনীপুর, এগরা, খড়্গপুর, বেলদা সর্বত্র একই ঘটনা। বন্‌ধ ব্যর্থ করার জন্য রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী পুলিশের পরিকল্পনাই ছিল — বন্‌ধের দিন সকালে এস ইউ সি আই কর্মীদের গ্রেপ্তার করার। সেই অনুযায়ী সকালেই রাস্তায় নামামাত্র এস ইউ সি আই কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়। এরপরেও যে কর্মীরা গ্রেপ্তার এড়িয়ে জনগণের মধ্যে মিশে ছিল, সিপিএম-এর নেতারা পুলিশবাহিনীর সঙ্গে থেকে তাদের চিনিয়ে দিয়ে গ্রেপ্তার করায়। তমলুক কোর্টে বিশাল পুলিশবাহিনী জেলা জজের সামনে কর্মীদের টেনে হিঁচড়ে গ্রেপ্তার করে। মহিলা কর্মীদেরও পুরুষ পুলিশ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। সিপিএম-এর ঠ্যাঙাড়েবাহিনী লাঠি ঝাণ্ডা নিয়ে কোর্টে পুলিশের সঙ্গে বন্‌ধ বিরোধী স্লোগান দিয়ে ঘুরতে থাকে। এস ইউ সি আই কর্মীদের গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ ভুল করে দু'জন সিপিএম কর্মীকে গ্রেপ্তার করে গাড়িতে তুললে সিপিএম নেতারা চিৎকার করে বলেন — 'ওরা আমাদের কর্মী, ছেড়ে দিন'। পুলিশ তাদের ছেড়ে দেয়। এখানে গ্রেপ্তার হন এম এস এস-এর জেলা সম্পাদিকা কমরেড অনিতা মাইতি, কমরেড শীলা দাস সহ ৫ জন এস ইউ সি আই কর্মী। এভাবে বেআইনি গ্রেপ্তারের প্রতিক্রিয়া তমলুক শহরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে হাটে-বাজারে জনগণই বন্‌ধ সফল করতে উদ্যোগ নেয় এবং বন্‌ধ সফল করে। হাটবাজার দোকান কোর্ট স্কুল কলেজ সব কিছু বন্ধ থাকে। বেসরকারি সমস্ত বাস বন্ধ থাকে। তমলুক পাঁশকুড়া রুটের কয়েকটি বাস সিপিএম নেতারা গাড়ি প্রতি ১০ লিটার ডিজেল সাহায্য দিয়ে পুলিশ পাহারায় চালানোর চেষ্টা করে। কোন যাত্রী বাসে না ওঠায় বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

কাঁথি শহরে পোস্ট অফিস মোড়ে প্রচাররত এস ইউ সি আই কর্মীদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। লাঠিচার্জে আহত কমরেডস সবিতা দাস ও প্রতিভা মণ্ডলকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। কাঁথি ফুড সাপ্লাই অফিসের সামনে সিপিএম-এর দুষ্কৃতীবাহিনী এস ইউ সি আই কর্মীদের আক্রমণ করে। কমরেড শ্রাবণী পাহাড়ী আহত হন।

এগারোর পাতায় দেখুন

তমলুক মানিকতলা মোড়, পূর্ব মেদিনীপুর

খড়্গপুর বাসস্ট্যান্ড, পশ্চিম মেদিনীপুর

বর্ধমান শহর, বর্ধমান ('বর্ধমান ডট কম'-এর সৌজন্যে)

সংশোধনী

গণদাবীর ১২ নভেম্বর সংখ্যায় 'মহান নভেম্বর বিপ্লব স্মরণে' লেখাটিতে 'পুঁজিবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদে উত্তরণে'র জায়গায় হবে 'পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ'। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। — সম্পাদক, গণদাবী।

বন্‌ধ চিত্র জেলায় জেলায়

দশের পাতার পর

ভূপতিনগর থানার মুগবেড়িয়ায় সিপিএম ঠ্যাঙাড়েবাহিনীর আক্রমণে আহত হন কমরেডস্ শচীন জানা, সৌমেন প্রধান, প্রবীর মাইতি। শুধু তাই নয়, এরপর সিপিএম ঐ আহত কর্মীদের নামে 'ঘড়ি ছিনতাই'-এর অভিযোগ করে থানায় ডাইরি করে। দলের মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড জীবন দাস, যিনি বাজকুলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিলেন, ওখানেই ভূপতিনগর থানার ওসি এবং সি আই সারাদিন ডিউটিতে ছিলেন, তাঁরা জীবন দাসকে দেখেছেনও। রাত্রে গ্রেপ্তার হওয়া এস ইউ সি আই কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে ঐ ওসি তাঁকে বলেন, 'আপনি ঘড়ি ছিনতাই-এর প্রথম আসামী, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হবে।'

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরে কালেক্টরেটের সামনে আবেদনরত এস ইউ সি আই কর্মীদের উপর পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে, গুরুতর আহত হন ৭ জন। ২৫ জন কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। দুই জেলায় ১৩৭ জন এস ইউ সি আই কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও দুই জেলায় বন্‌ধ হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বাত্মক — যা সংবাদমাধ্যমগুলিও স্বীকার করেছে।

হুগলি

হুগলি জেলায় বন্‌ধের দিন যত এগিয়ে এসেছে ততই বন্‌ধের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন বাড়ছে দেখে শেষ দিকে দেওয়াল লিখন মোছা, পোস্টার ছেঁড়া থেকে শুরু করে দোকান-বাজার-অফিস খোলা রাখার জন্য হুমকি দিতে সি পি এম নেমে পড়ে। কিন্তু সাধারণ মানুষ মনে করেছেন, এই বন্‌ধ তাঁদের নিজেদের। ফলে স্টেশনে স্টেশনে সাধারণ মানুষ দলের পথসভায় ভিড় করে বক্তব্য শুনেছেন।

১৭ নভেম্বর বন্‌ধের দিন জেলার সর্বত্র বন্‌ধ শুরু হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। উত্তরপাড়া, বৈদ্যবাটি, মানকুণ্ডু ও কর্ড লাইনের মধুসূদনপুর স্টেশনে বন্‌ধের সমর্থনে প্রচাররত কর্মীদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এর ফলে জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সন্তোষ ভট্টাচার্য সহ ১০ জন গুরুতর আহত হন।

নগণ্য হাজিরার জন্য আদালতে কাজ হয়নি। শ্রীরামপুরে হকার্স কর্নার সহ দোকানবাজার বন্ধ ছিল। ডানকুনি শিল্পাঞ্চলে, বিশেষত দিল্লি রোডের দু'পাশের কারখানাগুলি বেশিরভাগ বন্ধ ছিল। চন্দননগর, গোন্দলপাড়া জুট মিলে কাজ হয়নি, অন্যান্য জুটমিলে ৭০-৮০ ভাগ কর্মচারী কাজে যোগ দেয়নি।

নদীয়া

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর, কল্যাণী, রানাঘাট, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, বেথুয়াডহরি, পলাশি, দেবগ্রাম, তেহট্ট, পলাশিপাড়া, করিমপুর ইত্যাদি সমস্ত জেলা শহরেই ১৭ নভেম্বর বন্‌ধ ছিল সর্বাত্মক। এই জেলাতেও পুলিশ এস ইউ সি আই কর্মীদের শান্তিপূর্ণ প্রচার পর্যন্ত করতে দেয়নি। বন্‌ধের দিন সকালে এস ইউ সি আই কর্মীরা সাইকেল মিছিল করে প্রচারে বের হলে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। জেলায় মোট ১১ জন কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

হাওড়া

কয়েকটি বিচ্ছিন্ন জায়গা ছাড়া হাওড়া জেলার সর্বত্র ১৭ নভেম্বর বন্‌ধ সর্বাত্মক সফল হয়েছে। জেলার বেসরকারি বাস, মিনিবাস, অটো চলেনি। সরকারি বাস দু'একটি চললেও পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। ট্রেন চললেও যাত্রী ছিল নামমাত্র। অফিস কাছারিতে হাজিরা ছিল কম। জেলার বেশিরভাগ ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল। স্কুল-কলেজ কিছু কিছু খোলা থাকলেও ছাত্রদের হাজিরা না থাকায় সেগুলি বন্ধ হয়ে যায়। কয়েকটি বড় কারখানা খোলা থাকলেও বেশিরভাগ ছোট কারখানা বন্ধ ছিল। সিপিএমের হুমকি সত্ত্বেও বেশিরভাগ দোকানই বন্ধ ছিল। জনবহুল হাওড়া ব্রিজ ছিল শুনশান। বেলুড় জি টি রোডে শুধুমাত্র মিছিল করার জন্য ১১ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলায় মোট গ্রেপ্তার হয়েছেন ৫৬ জন এস ইউ সি আই কর্মী।

বাংলা বন্‌ধ সত্যিই এক স্বতঃস্ফূর্ত রূপ নেয় দক্ষিণ হাওড়ার কাজীপাড়া থেকে আন্দুল রোড ধরে দানেশ শেখ লেন, বকুলতলা, নাজিরগঞ্জ, বাকসাড়া — সমস্ত এলাকায়। সি পি এমের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আগের দিন সি পি এমের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ১৭ তারিখ দোকান খোলা রাখার নির্দেশ দিয়ে গেলেও দোকানদাররা সাহসের সাথেই তা অমান্য করে দোকান বন্ধ রেখেছেন। বন্ধ ছিল বেসরকারি বাস-মিনিবাস। বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে সি পি এমের ঠ্যাঙাড়েবাহিনী কিছু বাস চালাতে বাধ্য করলেও কিছুদূর এসে মাঝপথেই বাস বন্ধ করে দিয়েছে ড্রাইভার-কন্ডাক্টররা, কারণ, তাদের ভাষায়, 'বাসে প্যাসেঞ্জার নেই, চালাব কাদের জন্য ?' বকুলতলা বাসস্ট্যাণ্ড থেকেও কোনও বাস ছাড়েনি। বাস ছাড়েনি রাজগঞ্জ, একবারপুর, সাঁকরাইল থেকেও। সকালের দিকে অত্যন্ত ব্যস্ত নাজিরগঞ্জ-বিচালিঘাট লঞ্চ সার্ভিসের লঞ্চ চলেছে মাত্র দুটো। তার একটায় ১০ জন ও অপরটিতে ১৫ জন যাত্রী। চলেনি নাজিরগঞ্জ-নলপুর ও নাজিরগঞ্জ-বাঁকড়া রুটের ট্রেকারও। এক কথায় এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বন্‌ধ ছিল সর্বাত্মক।

শ্রীরামপুর রেলস্টেশন, হুগলি

জি. টি. রোড, হাওড়া

বন্‌ধের দিন সকালে গ্রেপ্তারের আগে কৃষ্ণনগরে সাইকেল মিছিল, নদীয়া

উত্তর ২৪ পরগণা

১৭ নভেম্বরের বন্‌ধে উত্তর ২৪ পরগণার জনগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হন। বন্‌ধ হয় সর্বাত্মক। খোলেনি দোকানপাট, বড় বড় বাজার ও হাট। ট্রেন চললেও তা ছিল জনহীন। রাস্তায় বেসরকারি পরিবহন ছিল না। সরকারি হুকুমে সরকারি বাস

বারোর পাতায় দেখুন

বন্‌ধ চিত্র জেলায় জেলায়

এগারো পাতার পর

বেরোলেও তা ফাঁকাই চলেছে। শাসক সিপিএম, পুলিশ-প্রশাসনের ভয়-ভীতি, কোর্টের নির্দেশ সমস্ত রকম প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে সরকারি বেসরকারি কর্মচারী তথা নিত্যযাত্রী সাধারণ মানুষ বন্‌ধে সামিল হওয়ায় জেলার শ্যামনগর, আগরপাড়া, ব্যারাকপুর, ভাটপাড়া, কাঁচড়াপাড়া, নৈহাটি সহ সমগ্র শিল্পাঞ্চল থেকে কৃষিপ্রধান অঞ্চল — সর্বত্র বন্‌ধের প্রভাব পড়ে ব্যাপক।

বন্‌ধের আগের দিন থেকে বন্‌ধের দিন সকালের মধ্যেই দলের বহু কর্মীকে আইনরক্ষক পুলিশবাহিনী বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার করে। নিউ ব্যারাকপুরে বিশাল পুলিশবাহিনী বন্‌ধ সমর্থকদের ওপর লাঠিচার্জ করে। মহিলা কর্মীদের উপর পুরুষ পুলিশ নির্বিচারে লাঠিচার্জ শুরু করলে জনতা প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। শুরু হয় জনতার সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ। বহু সাধারণ মানুষ আহত হন পুলিশের লাঠির আঘাতে। পুলিশের এই ন্যক্কারজনক ভূমিকায় এলাকার জনসাধারণের মধ্যে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

গাইঘাটার বন্যা কবলিত সুটিয়া অঞ্চলে সিপিএমের নির্দেশে পুলিশ অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে করতে এস ইউ সি কর্মীদের টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তোলে। এই দৃশ্য দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় মানুষজন। কয়েকশো মানুষ ঘিরে ধরেন পুলিশের গাড়ি। ক্ষুব্ধ জনতা দাবি তোলে অবিলম্বে ধৃত দলীয় কর্মীদের মুক্তি দিতে হবে ও পুলিশকে ক্ষমা চাইতে হবে। সংগ্রামী জনসাধারণের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে পুলিশ তৎক্ষণাৎ ধৃত পাঁচজন কর্মীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। শুধু তাই নয়, ক্ষমা চেয়ে কোনওমতে গণবিক্ষোভের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচে।

বন্‌ধের আগের দিন বারাসাত শহরে অটোপ্রচার করার সময় প্রচারগাড়ি থেকেই ডিএসও'র জেলা সভাপতি কমরেড স্বপন মণ্ডল ও জেলা সম্পাদক কমরেড চঞ্চল ঘোষকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আগের দিন রাতে শ্যামনগরে পার্টি অফিস ঘিরে ফেলে দলের যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও'র রাজ্য সম্পাদক কমরেড স্বপন দেবনাথ সহ বহু কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশবাহিনী। হাবড়া শহরে শান্তিপূর্ণ মিছিল থেকে কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়। সিপিএম ক্যাডাররা বন্‌ধের আগের দিন দোকানে দোকানে গিয়ে হুমকি দিলেও খোলেনি দোকানপাট। কোথাও কোথাও সিপিএমের ঝাণ্ডাধারী ঠ্যাঙাড়েবাহিনী জোর করে অফিসের তালা খোলালেও কর্মীরাই উপস্থিত না হওয়ায় হয়নি অফিসের কাজ।

জেলায় ২৪ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশি লাঠিচার্জে আহত ৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

১৭ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণার সর্বত্রই জনগণের অভূতপূর্ব সমর্থনে বন্‌ধ সর্বাত্মক রূপ নিয়েছিল। জয়নগর, কুলতলি ব্লক সহ কাকদ্বীপ, ডায়মণ্ডহারবার, ক্যানিং মহকুমার প্রতিটি এলাকাতেই সমস্ত কোর্ট, স্কুল-কলেজ, দোকান-পাট হাট-বাজার বাস ভ্যান অটো ট্রেকার খেয়া-নৌকা যন্ত্রচালিত ভটভটি, সরকারি-বেসরকারি অফিস ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল। কোথাও সিপিএম নেতাদের চাপে সরকারি অফিস খুললেও কর্মীদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য এবং তারা শুধু অফিসের হাজিরা খাতায় সই করেই দায়িত্ব শেষ করেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ অফিসগুলি বয়কট করেছেন। কোথাওবা দু-চারটে স্কুল খোলা থাকলেও ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যায়নি। বেলার দিকে দু-একটি বাস চললেও তাতে সিপিএমের দু-চারজন নেতা কর্মী ছাড়া সাধারণ যাত্রীরা ওঠেনি। সকাল ৯টার আগে কোন ট্রেন চলেনি, পরে চললেও যাত্রী ছিল না বললেই চলে।

সিপিএম নেতৃত্ব অধিকাংশ এলাকাতেই আপ্রাণ চেষ্টা করেও বন্‌ধ বিরোধী প্রচার মিছিল বের করতে পারেনি। যে সামান্য কয়েকটি এলাকায় তারা মিছিল বের করেছিল, সেই মিছিলে অংশগ্রহণকারীরাও অনেকে মিছিল শেষে বন্‌ধের সমর্থনেই কাজ করেছে, অনেকে বলেছে — 'পার্টির নির্দেশে ওসব মিছিল-টিছিল একটু করতেই হয়'। কোন কোন জায়গায় সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সমর্থকেরা আমাদের কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে বন্‌ধের প্রচারে অংশও নিয়েছে। সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী স্বয়ং তাঁর আশ্রয়পুষ্ট দুষ্কৃতীদের নিয়ে মথুরাপুরের রায়দীঘিতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেও বন্‌ধ ভাঙতে পারেননি। অনেক জায়গায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা উপস্থিত থেকে পার্টি কর্মীদের থেকে ব্যানার চেয়ে নিয়ে গেটে আটকে বন্‌ধ করিয়েছেন। ডায়মণ্ডহারবারে ফৌজদারি কোর্টে প্রচারে ছিল আমাদের মাত্র ৪ জন কর্মী, এমন সময় একটি টিভি চ্যানেলের পক্ষ থেকে বন্‌ধের সমর্থনে মিছিলের ছবি তুলতে চাইলে আইনজীবীরাই এগিয়ে আসেন। তাঁরা আমাদের কর্মীদের সঙ্গে মিছিল করে স্লোগান তোলেন। বহুক্ষেত্রে পুলিশ কর্মীরা আমাদের কর্মীদের ডেকে বলেছেন, ''আপনাদের বন্‌ধের পক্ষে আমাদেরও সমর্থন আছে, আপনারা তো আমাদের দাবিগুলিই তুলেছেন; কিন্তু কী করব বলুন, পেটের দায়ে পুলিশের কাজ করতে হয়।'' বারুইপুরে সিপিএম ঠ্যাঙাড়েবাহিনীর আক্রমণে আহত ও রক্তাক্ত হন কমরেড প্রদ্যোৎ চক্রবর্তী ও কমরেড জয়দেব সরকার।

সুন্দরবনের প্রবেশ দুয়ার ক্যানিং শহর। প্রতিদিন রাত ৩টা থেকে যেখানে হাজার হাজার মানুষ আছড়ে পড়ে, ১৭ নভেম্বর সেই ক্যানিং বাজার ও স্টেশন ছিল স্তব্ধ। ক্যানিং-এর হেড়োভাঙা হাট থেকে ১৮ জন, বাসন্তীর ঝড়খালি থেকে ৪ জন এবং পাথরপ্রতিমার দিগম্বরপুর থেকে ৯ জন কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৬ নভেম্বর সকালে ক্যানিং বাজারে গণদাবী বিক্রি করছিল আমাদের কর্মীরা, তখনও বন্‌ধ ঘোষিত হয়নি। সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা কর্মীদের প্রশ্ন করেছেন, গ্যাস পেট্রল ডিজেলের দাম এত বেড়ে গেল তোমরা কিছু করবে না? উত্তরে কর্মীরা বলেছে — আমরা তো গতকাল (৫ নভেম্বর) কলকাতায় মিছিল করেছি, বিক্ষোভ দেখিয়েছি। মানুষ বলেছেন — ঐটুকু করে হবে না, বন্‌ধ করো — বন্‌ধ। শুধু ক্যানিং নয়, রাজ্যের নানাস্থান থেকে নাগরিকদের এমন বহু অনুরোধ পেয়েই রাজ্য নেতৃত্ব বাংলা বন্‌ধের ডাক দেন।

ডায়মন্ডহারবার রেল স্টেশন,দক্ষিণ ২৪ পরগণা

বারাসাত রেল স্টেশন, উত্তর ২৪ পরগণা (সৌজন্য দি স্টেটসম্যান)

বাংলা বন্‌ধের ১২ দফা দাবি

১। পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাসের বর্ধিত দাম এবং ভরতুকি তুলে নেওয়ার নীতি প্রত্যাহার করতে হবে।

২। পেট্রল-ডিজেলের উপর আরোপিত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সকল ট্যাক্স ও সেস প্রত্যাহার করতে হবে।

৩। বিদ্যুতের বর্ধিত দাম প্রত্যাহার করতে এবং পূর্বতন স্ল্যাব বিন্যাস বজায় রাখতে হবে। কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিতে হবে।

৪। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত, বর্ধিত ফি ও ডোনেশন প্রত্যাহার; 'জীবনশৈলী'র নামে যৌনশিক্ষা দানের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে।

৫। হাসপাতালের বেসরকারীকরণ বন্ধ ও বর্ধিত চার্জ প্রত্যাহার করতে হবে।

৬। সকল বন্ধ কারখানা ও চা-বাগান খুলতে হবে ও ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহাল করতে হবে।

৭। নয়া কৃষিনীতি বাতিল, জমির বর্ধিত খাজনা ও সেচকর প্রত্যাহার করতে হবে। ফসলের ন্যায্য দাম, গ্রামীণ মজুরদের সারা বছর কাজ ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে হবে।

৮। ঢালাও মদের দোকান খোলা, রেডি টু ড্রিঙ্ক চালু করা ও অনলাইন লটারি বন্ধ করতে হবে।

৯। বন্যা-খরা-নদীভাঙন-আর্সেনিক আক্রমণ রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০। পঞ্চায়েতি ট্যাক্স বৃদ্ধি ও সালিশি বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে।

১১। টু-হুইলার সহ সকল যানবাহনের উপর বর্ধিত ট্যাক্স প্রত্যাহার করতে হবে।

১২। নারীধর্ষণ, খুন, ডাকাতি রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সরকারি দল-সমাজবিরোধী-পুলিশের দুষ্টচক্র ভাঙতে হবে।

১৭ নভেম্বর সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবসে রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভ, ধরনা

আসামে বন্‌ধ ● ত্রিপুরায় বন্‌ধ

আসামে বন্‌ধ

কেন্দ্র ও রাজ্য দুই ক্ষেত্রেই সরকারে রয়েছে কংগ্রেস, যারা দফায় দফায় পেট্রোপণ্যের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। এই মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ১৭ নভেম্বর এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি আহূত প্রতিবাদ দিবসের অঙ্গ হিসাবে আসামের বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দিতে এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গোয়ালপাড়া জেলায় এস ইউ সি আই আহূত বন্‌ধে জনজীবন সম্পূর্ণ স্তব্ধ ছিল। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি তথা বরাক উপত্যকার বেহাল রাস্তাঘাটের উন্নয়নের দাবিতে বন্‌ধ সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সহযোগিতায় সর্বাত্মক সফল হয়েছে। এদিন বরাক উপত্যকার ও গোয়ালপাড়া জেলার গ্রাম শহর সর্বত্র সরকারি অফিস, আদালত, ব্যাঙ্ক, বীমা, স্কুল-কলেজ-হাট বাজার সব কিছুই ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ। সি আর পি এফ গার্ড দিয়ে দু-একটা সরকারি বাস চালাতে দেখা গেছে, কিন্তু সবই যাত্রীহীন। শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি সর্বত্র বন্‌ধের প্রভাব ছিল ব্যাপক। প্রশাসনের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এমনকী সরকারি কর্মচারীদের প্রতি কাজে যোগ দেওয়ার কঠোর নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কর্মচারীসহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ বন্‌ধকে ব্যাপক সমর্থন করেন। কিছু কিছু জায়গায় দোকানপাট খোলানোর চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন সাধারণ মানুষ। কোথাও একটা ছোট চায়ের দোকান পর্যন্ত খোলা দেখা যায়নি। দু'একটা স্থানে এস ইউ সি আই কর্মীদের সাথে সি আর পি এফের বচসা শুরু হলে কর্মীদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন সাধারণ মানুষ। শাসক দল কংগ্রেস আশ্রিত কিছু সমাজবিরোধী মোটর সাইকেলে এসে কিছু দোকানপাট খোলাতে চেষ্টা করলেও বেলা বাড়ার সাথে সাথে জনগণের ব্যাপক সমর্থন লক্ষ্য করে তারা উধাও হয়ে যায়। দলের আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কান্তিময় দেব বন্‌ধকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য জনগণকে অভিনন্দন জানান।

আগরতলায় বন্‌ধ

পেট্রল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে ১৭ নভেম্বর সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। ত্রিপুরাতে এই জনবিরোধী মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ১২ ঘণ্টা বৃহত্তর আগরতলা ও উদয়পুর বন্‌ধের ডাক দেয় এস ইউ সি আই। সিপিএম নেতৃত্বের বিরোধিতা ও হুমকি সত্ত্বেও শ্রমিক, কর্মচারী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বাস, জিপ, অটো, মারুতি, সিন্ডিকেট ও বিভিন্ন ব্যবসায়ী ইউনিয়ন সহ সমস্ত স্তরের মানুষের সক্রিয় সমর্থনে এই বন্‌ধ সর্বাত্মক রূপ নেয়। সিপিএম দলের সাধারণ কর্মী ও সমর্থকরা এই বন্‌ধকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছেন। সিপিএম নেতৃত্ব এবং প্রশাসন চাপ দিয়ে শুধু যে কিছু সংখ্যক কর্মচারীকে অফিসে হাজিরা দিতে বাধ্য করেন তাই নয়, এমনকী পৌরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন, কাউন্সিলার সহ মাঝারি মাপের কিছু সিপিএম নেতা দোকানপাট, হাট-বাজার খোলানোর এবং অটো চালানোর চেষ্টাও করেন। এত কিছু সত্ত্বেও বেশিরভাগ বাজার, দোকান বন্ধ ছিল। রাস্তা ছিল প্রায় যানবাহনহীন। এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আগরতলা ও উদয়পুরের সংগ্রামী জনগণ, যাঁরা সিপিএম সমর্থিত ও কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের জনবিরোধী পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এই বন্‌ধকে সর্বাত্মকভাবে সফল করেছেন, তাঁদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানানো হয়েছে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আর্থিক ও শিক্ষানীতি সহ বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ, দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

গুজরাটে প্রতিবাদ দিবস

১৭ নভেম্বর পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবসে পার্টির পক্ষ থেকে গুজরাটের আহমেদাবাদ শহরের প্রাণকেন্দ্র আপনা বাজার সার্কেল, লাল দরজার সন্নিকটে প্রতিবাদ সভা হয়। কমরেড জয়েশ প্যাটেল, কমরেড তপন দাশগুপ্ত, কমরেড মুকেশ সেম্বাল এবং অন্যান্যরা সভায় বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও বরোদা, সুরাট ও মুম্বাইতে প্রতিবাদ সভা হয়।

রাঁচিতে প্রতিবাদ মিছিল

পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং পশ্চিমবঙ্গে এস ইউ সি আই দ্বারা আহূত বাংলা বন্‌ধের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সারা ভারত প্রতিবাদ দিবসে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে প্রতিবাদ মিছিল হয়। পার্টির রাঁচি জেলা কমিটির উদ্যোগে কর্মীরা এ জি মোড় থেকে বিরসা চৌক পর্যন্ত পদযাত্রা করেন এবং পথে প্রতিটি রাস্তার মোড়ে পথসভা করা হয়। ছটপূজা সত্ত্বেও পার্টির ডাকে কর্মীরা এ জি মোড়ে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ দেখান এবং পথসভা হয়। এরপর হিনু চৌক এবং বিরসা চৌকে পথসভা হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন রাঁচি জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মোহন সিং, অশোক সিং প্রমুখ। মিছিলের নেতৃত্ব দেন ঝাড়খণ্ড রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রবীন সমাজপতি।

এই দাবিতে আগামী ২৪ নভেম্বর ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপালের কাছে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে যাওয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

রাঁচি, ঝাড়খণ্ড

বিক্ষোভ (উপর থেকে) নাগপুর, মহারাষ্ট্র। ত্রিবান্দ্রম, কেরালা। পাটনা, বিহার ও চেন্নাই, তামিলনাড়ু।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রতীক

ইয়াসের আরাফত

আজীবন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামী, প্যালেস্টাইন মুক্তিসংগ্রামের অবিসংবাদী নেতা ইয়াসের আরাফতের জীবনাবসান ঘটেছে ১১ নভেম্বর প্যারিসের এক হাসপাতালে। তাঁর মৃত্যু বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণের কাছে বিরাট আঘাত। জীবনের শেষ ক'টি দিন স্বায়ত্তশাসিত প্যালেস্টাইনে রামাল্লার বাসগৃহে মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েলি সেনা দ্বারা ঘেরাও হয়ে তাঁকে কাটাতে হয়েছে। তাঁর বাসগৃহের একাংশ তারা কামানের গোলায় উড়িয়ে দিয়েছে; খাদ্য, চিকিৎসা, জল পর্যন্ত নিয়মিত মেলেনি। অভিযোগ উঠেছে, তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। মার্কিন ইজরায়েল সমরচক্র তাঁর মৃত্যুতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। গভীর বেদনায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে উদ্বাস্তু আরব জনগণ। তাঁদের বুকে, বিশ্বের সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণের বুকে ইয়াসের আরাফত — এই নাম চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

মাতৃভূমির দাবিতে আরব জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে এস ইউ সি আই সর্বদাই দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানিয়েছে। ১৯৪৮ সালে পার্টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী প্যালেস্টিনিয় আরবদের দাবির ন্যায্যতা গণদাবীতে আমরা তুলে ধরেছি। আমরা দেখিয়েছি, কীভাবে ইজরায়েলি জনগণের স্বার্থের বিরোধী, একচেটিয়া ইহুদি পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক, উগ্র ইহুদিবাদীরা প্যালেস্টিনিয় আরবদের নিজেদের বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করেছে এবং তৈলসমৃদ্ধ আরব দেশগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য অটুট রাখার স্বার্থে কাজ করেছে। আমরা দেখিয়েছি, আরব দেশগুলির শাসকরা, নিজ নিজ দেশে প্যালেস্টিনিয় আরবদের সমর্থনে গড়ে ওঠা প্রবল জনমতকে উপেক্ষা করতে না পেরে, কখনো আরব উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিয়েছে আবার কখনো সাম্রাজ্যবাদের চাপে আপস করেছে, আরবদের আবার বাস্তুচ্যুত করেছে।

দেশ-দেশান্তরে বাস্তুহারা আরবদের এই অসীম কষ্টকর পরিভ্রমণে সর্বদাই আরাফত ছিলেন তাদের অন্তরে।

প্যালেস্টিনিয় আরবদের বঞ্চনা ও চরম বেদনাদায়ক জীবনের পিছনে রয়েছে ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সুদীর্ঘ প্রতারণা এবং নির্লজ্জ আধিপত্যবাদ, যা কার্যকরী করতে তারা ইজরায়েলি জনগণের বাসভূমি ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে সুকৌশলে কাজে লাগায়। কী ধরনের বাধার বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগ্রামীদের এবং তাঁদের নেতা আরাফতকে লড়তে হয়েছে, তা জানতে হলে ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হীন ও নির্লজ্জ ভূমিকার ইতিহাস কিছুটা জানা দরকার।

ইতিহাসে পাওয়া যায়, ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমান শাসকদের হাতে জেরুজালেমের পতনের পর ইহুদিদের বাস্তুহারা হতে হয়। বিতাড়িত সাধারণ ইহুদিরা ইউরোপের নানা দেশে সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে একঘরে অবস্থায় 'ঘেটো'র ঘেরাটোপে বাস করত। অন্যদিকে গড়ে উঠেছিল বিশাল সম্পদের অধিকারী রথসচাইল্ডের মতো একচেটিয়া ইহুদি মালিকগোষ্ঠী। এদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থে উগ্র ইহুদিবাদে মদত দেয়। মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ স্বার্থ, অর্থাৎ প্রধানত তেলের স্বার্থ এবং ভারত ও এশিয়ার নানা দেশে ব্রিটিশ বাণিজ্যের সিংহদ্বার সুয়েজ খালের ওপর ব্রিটিশ আধিপত্য রক্ষার স্বার্থে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ব্যালফুর ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে একটি ইহুদি রাষ্ট্র গড়ে তোলার লক্ষ্য ঘোষণা করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী শিবিরের নেতৃত্ব ব্রিটিশের হাত থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কেড়ে নেয়। প্যালেস্টাইনের উপর ব্রিটিশ ম্যান্ডেট শাসনের সময়সীমা শেষ হয়। ত্রিশের দশকেই ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রাইভেট আর্মির রূপে সন্ত্রাসবাদী ইহুদি ঘাতকবাহিনী গড়ে তোলে। আজ যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া লড়াইয়ের ধোঁকা দিচ্ছে, তাদেরই মদতে সশস্ত্র ইজরায়েলি সন্ত্রাসীরা গুপ্তহত্যা, লুঠ, অগ্নিসংযোগ করে করে আরব বসতিগুলি উচ্ছেদ এবং গণহত্যা চালিয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে আরবদের দেশছাড়া করতে থাকে। হাগানা, ইরগুণা, স্টার্ণগ্যাঙ নামে এইসব অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ঘাতকবাহিনীর নেতাদের অনেকে, যেমন প্রধানমন্ত্রী বেগিন বা বেন গুরিয়েন, পরবর্তীকালে মার্কিন সমর্থনে ইজরায়েল রাষ্ট্রের উচ্চপদ অধিকার করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে ফ্যাসিস্ট হিটলারের ইহুদিবিদ্বেষ (অ্যান্টি সেমিটিজম) এবং নাৎসি বন্দিশিবিরে অমানুষিক নির্যাতন ও লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে গ্যাস-চেম্বারে হত্যার মর্মান্তিক ঘটনায় ইহুদিদের প্রতি বিশ্ববাসীর ন্যায্য সমবেদনাকে ধূর্ততার সঙ্গে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট শাসনের অবসানের পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্যালেস্টিনিয় আরব জনগণের উপর যে অপরাধ করে তা ক্ষমাহীন। একদিকে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবদের দাবিকে উপেক্ষা করে ইজরায়েল রাষ্ট্রকে চাপিয়ে দেয়, অন্যদিকে ইজরায়েলি সন্ত্রাসীদের দিয়ে নির্বিচার নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়ে, বসতির পর বসতি উচ্ছেদ করে কমপক্ষে তিন লক্ষ আরবকে পরদেশে অস্থায়ী উদ্বাস্তু শিবিরে ঠেলে দেয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ সালের মাঝখানে উদ্বাস্তু আরবরা সিরিয়া, জর্ডন, লেবানন, মিশরের আশ্রয়শিবিরগুলিতে ভেসে বেড়াতে থাকে। তাদের জীবিকা, শিক্ষা, সংস্কৃতি চূড়ান্তভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে।

প্যালেস্টিনিয় আরবদের এহেন দুর্দিনে অনিবার্যভাবে যে প্রতিরোধ গড়ে উঠতে থাকে তারই ধারা বেয়ে আরব দেশগুলির সহায়তায় ১৯৬৪ সালে একাধিক সংগঠনের মিলিত মঞ্চ প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন গড়ে ওঠে।

এর আগেই ১৯৪৯ সালে মিশরের কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময়ই ইয়াসের আরাফত ছাত্রদের স্বাধীন প্যালেস্টাইনের দাবিতে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর পিতাও ছিলেন মুক্তিসংগ্রামী। ইজরায়েলি সেনার সঙ্গে যুদ্ধে তিনি মারা যান। পিতার প্রেরণায় আরাফত দেশ ও জনগণকে ভালোবাসতে ও সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে শিখেছিলেন। ১৯৫৬ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পেয়েও ব্যক্তিগত কেরিয়ার ফেলে দিয়ে ১৯৫৮ সালে তিনি আল্ ফাতাহ নামে একটি গোপন সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯৫৯ সালে ইজরায়েলি সশস্ত্র গুপ্ত বাহিনী এবং সন্ত্রাসবাদী ইজরায়েল রাষ্ট্রের আক্রমণ প্রতিরোধে আরাফতের নেতৃত্বে আল ফাতাহ সশস্ত্র প্রতিরোধের ডাক দেয়।

মনে রাখতে হবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়টা ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি আন্দোলনের জোয়ারের যুগ। এই সময়েই স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের অপ্রতিহত বিজয় অভিযান দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। এসময়ে আরব দেশগুলিতেও গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে। সাম্রাজ্যবাদের দোসর কায়েমী স্বার্থবাদী রাজা ও স্বৈরতান্ত্রিক প্রধানদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তেজ ও চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠতে থাকে। মার্কিন নেতৃত্বে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ আতঙ্কিত হয়ে আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ইজরায়েলকে যুদ্ধে নামায়। ১৯৪৮ সালে জন্মের পরেই ইজরায়েল আরব দেশগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। মার্কিন সাহায্য ও প্রশিক্ষণে তৈরি সন্ত্রাসবাদী ইজরায়েল রাষ্ট্রের দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী ১৯৬৭ সালে মাত্র ছ'দিনের যুদ্ধে পুরনো প্যালেস্টাইনের আরব এলাকার গাজা অঞ্চল, মিশরের সিনাই, সিরিয়ার গোলান হাইটস, জর্ডনের অধিকারভুক্ত জর্ডন নদীর পশ্চিমতীর (ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক) দখল করে নেয়। এই যুদ্ধে আরব দেশগুলি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেও আরাফতের নেতৃত্বে আল ফাতাহ সংগঠনের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম কিংবদন্তির আকার নেয়। কঠিন বাধা বিপত্তি মোকাবিলা করে বহু জয় পরাজয়ের মধ্যে এই সংগ্রাম জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চালিয়েছেন ইয়াসের আরাফত।

মার্কিন নেতৃত্বে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ, তাদের মতদপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র ইজরায়েল, আরব দেশগুলির কায়েমী স্বার্থবাদী শাসকদের বারংবার বিশ্বাসঘাতকতা — এগুলি দুর্ধর্ষ শত্রু হিসাবে দাঁড়িয়ে ছিল ইয়াসের আরাফতের সামনে। তাঁর সম্বল ছিল প্যালেস্টিনিয় আরবদের অসীম মনোবল, আত্মত্যাগ, সংশোধনবাদী সোভিয়েট নেতৃত্বের যৎসামান্য সাহায্য, সমাজতান্ত্রিক চীনের এবং বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণের সমর্থন ; আর, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তিসংগ্রামে ঐক্যের প্রতীক হিসাবে তাঁর নেতৃত্বের উপর প্যালেস্টিনিয় আরব জনগণের গভীর আস্থা। দীর্ঘ ৫০ বছরের বেশি সময়ের এই যুদ্ধে বিশ্বরাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পালাবদল ঘটেছে। আরব জাতীয়তাবাদের পরাজয়ের পর আরব দেশগুলির শাসকরা মূলত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করেছে। বারংবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আনীত প্রস্তাবে মার্কিন ভেটোপ্রয়োগের বিরুদ্ধে বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলি দৃঢ় ভূমিকা নেয়নি, সর্বোপরি পূর্বইউরোপ ও সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রতিবিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ভাঙনের ঘটনায় বিশ্বপরিস্থিতি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অনুকূলে ঢলে পড়েছে — এহেন প্রবল প্রতিকূল পরিবেশে আরাফতের নেতৃত্বে প্যালেস্টিনিয় আরবরা ইজরায়েলি ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে কিছু না পেলে শুধু ইঁটপাথর নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে বহু উত্থানপতনের মধ্যে আরাফত সংগ্রামী ঐক্যের প্রতীক হিসাবে নেতৃত্বের আসনে থেকেছেন। শেষ জীবনে রামাল্লায় তার বাসভবনের চারদিকে ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি দিয়ে অবরোধ করেছে ইজরায়েল। খাদ্য, ওষুধ সরবরাহে বাধা দিয়েছে, এমন অবস্থাতেও শেষ জীবনে সাদ্দাম হুসেনকে সমর্থন করে আরব দেশগুলির শাসকদের বিরাগভাজন হতে তিনি কুণ্ঠিত হননি।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা ও শান্তিকামী মানুষ চিরদিন আরাফতকে মনে রাখবে এক অসমসাহসী স্বাধীনচেতা যোদ্ধা ও নেতা হিসাবে। আরব জনগণের মনের এত গভীরে তাঁর স্থান যে তাঁর কবরকে পর্যন্ত ভয় পেয়েছে ইজরায়েল। জেরুজালেমে তাঁকে কবর দিতে দেয়নি। রামাল্লায় তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। ইজরায়েলি শাসকরা জানে তাঁর জীবনের মতো তাঁর সমাধির সাথেও জড়িয়ে থাকবে আরব জনগণের সংগ্রামী আবেগ। তাঁর জীবনের ঘটনাবলী সাম্রাজ্যবাদের ধূর্ততা, প্রতারণা ও মিথ্যাচারকে সর্বদা উদ্‌ঘাটিত করবে। ইয়াসের আরাফতের জীবন ও সংগ্রাম আমাদের সর্বদা বলবে — মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদকে বিশ্বাস করো না। ওদের মুখে শান্তির বাণী আসলে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য কালহরণের ছলনা; ওদের সন্ত্রাসবিরোধিতা আসলে অপরের শান্তি ও স্বাধীনতা হরণের অজুহাত। জীবিত আরাফতের মতো মৃত আরাফতও গণমুক্তি সংগ্রামে প্রেরণা হয়ে আছেন ও থাকবেন।

কমরেড নীহার মুখার্জীর শোকবার্তা

প্যালেস্টাইন মুক্তি আন্দোলনের নেতা ইয়াসের আরাফত গত ১১ নভেম্বর প্যারিসের এক হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদে গভীর শোক প্রকাশ করে এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী গত ১২ নভেম্বর পি এল ও'র চেয়ারম্যান মাহ্‌মুদ আব্বাসকে এই শোকবার্তা পাঠান ঃ

"যুগান্তকারী প্যালেস্টাইন মুক্তি আন্দোলনের বীর নেতা ইয়াসের আরাফতের জীবনাবসানের সংবাদে আমরা গভীর শোকাহত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ মদতপুষ্ট যুদ্ধবাজ উগ্র ইহুদিবাদী ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ইতিহাসের সংকটময় এক সন্ধিক্ষণে, সকল প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে তিনি দুঃসাহসিক এক মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার সাহস দেখিয়েছিলেন। প্যালেস্টাইন মুক্তিসংগ্রামকে তিনি এমন একটা উচ্চস্তরে উন্নীত করেছিলেন, যার ফলে প্যালেস্টিনীয় আরবদের নিজস্ব স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবিকে বিশ্বের কোন শক্তিই আজ আর অস্বীকার করতে পারে না। প্যালেস্টাইন মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে আরাফতের পরিপূর্ণ একাত্মতা, তাঁর অবিচল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা ও দেশবাসীর প্রতি গভীর ভালবাসা, দুনিয়ার সর্বত্র যে জনগণ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুতার বিরুদ্ধে এবং জাতীয় মুক্তি, সাম্য ও ন্যায়ের জন্য লড়াই করছে, তাঁদের কাছে বলিষ্ঠ প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

প্যালেস্টিনিয় জনগণের এই নিদারুণ শোকের সময় আমরা দৃঢ়ভাবে তাঁদের পাশে আছি এবং আপনার মাধ্যমে তাঁদের প্রতি আমাদের গভীর সহমর্মিতা জানাচ্ছি। জাতীয় মুক্তির জন্য তাঁদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের প্রতি আমাদের অবিচল সমর্থন আমরা পুনরায় ঘোষণা করছি। আন্তরিক সমবেদনা জানাই তাঁর শোকহত পরিবারবর্গের প্রতি।"

বন্‌ধ ব্যর্থ করার নজিরবিহীন আয়োজনও ব্যর্থ

একের পাতার পর

ছাত্রভর্তি করার হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কার্যকর করতে কোনও উদ্যোগই নেয়নি, সেই রাজ্য সরকারই ১০ নভেম্বর আদালতের নির্দেশ পাওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করে দেয় যে, ১৭ নভেম্বর বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মচারীদের কাজে যোগ দিতে হবে, না দিলে মাইনে কাটা যাবে। সরকার গরহাজির কর্মীদের বেতন কাটা এবং জনজীবন স্বাভাবিক রাখার যাবতীয় ব্যবস্থা নেবে বলে হাইকোর্টে হলফনামাও দেয়। মুখ্যমন্ত্রী তড়িঘড়ি নিজে মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন। তারপর মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডি জি ও কলকাতা পুলিশ কমিশনার বৈঠকে বসেন। সেখানে বন্‌ধ রুখতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ঠিক হয়। এরপর নজিরবিহীন ভাবে সমস্ত আই জি, পুলিশ সুপার এবং রেলের প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে ডি জি-র ঘরে বৈঠক হয়, ৩২টি টাওয়ার ভ্যান, বাড়তি রেলরক্ষী ও রেলপুলিশ মোতায়েন এবং বাড়তি ৬০০০ পুলিশ মোতায়েন রাখা ঠিক হয়।

'গণশক্তি' (১৭-১১-০৪) জানায়, ''**এই প্রথম কোনও বন্‌ধ ডাক দিলে রাজ্য পুলিশের ডি জি কন্ট্রোলে পুলিশের সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন রেলের সিনিয়র অফিসাররাও। এবং তাঁরা থাকবেন ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকেই। জেলায় জেলায় পুলিশ কন্ট্রোলেও সিনিয়র রেল অফিসাররা থাকবেন। ৩২টি টাওয়ার ভ্যান থাকবে, হাওড়ায় ৯, শিয়ালদহে ৮, আসানসোলে ২, খড়্গপুরে ৭, আদ্রায় ৬। কলকাতায় ৩০০০ বাড়তি পুলিশ মোতায়েন থাকবে। সকাল থেকে ৬০টি মোবাইল ভ্যান শহরে টহল দেবে।**'' **পরিবহনমন্ত্রী ঘোষণা করেন, সরকারি ও বেসরকারি বাস, ট্রাম, মিনিবাস, ট্যাক্সি চলবে। ট্রেন ও মেট্রো রেলও চলবে। অন্যান্য দিনের তুলনায় সরকারি বাস, ট্রাম বেশি সংখ্যায় চালানো হবে। কোনও ক্ষতি হলে সরকার সম্ভব মতো ক্ষতিপূরণ দেবে।**

কোচবিহারে বন্‌ধ সমর্থককে পুলিশ চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে

এ তো গেল প্রশাসনিক ব্যবস্থার দিক। রাজনৈতিকভাবে সি পি এম নেতৃত্ব এস ইউ সি আই-এর বন্‌ধ ভাঙার জন্য দলের কর্মীদের কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন। অন্যান্যবারের তুলনায় এবার ১৭ই বন্‌ধের বিরুদ্ধে সি পি এমের প্রচার বেশি ছিল। মিছিল সংগঠিত করা ছাড়াও বহু পাড়ায় সি পি এম অটো রিক্সায় বন্‌ধ বিরোধী প্রচার করেছে। সর্বোপরি, এবারের বন্‌ধে সি পি এম নেতৃত্ব যেভাবে তাদের দলের কর্মী-সমর্থকদের ১৭ই কাজে যোগ দেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল, এবং সাংগঠনিকভাবে তার নজরদারির ব্যবস্থা করেছিল, ইতিপূর্বে কোনও বন্‌ধে তা শোনা যায়নি। ১৭ নভেম্বর, সি পি এম সরকারের সমর্থক 'আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, ''**নেতারা কর্মীদের বলেছেন, দলের সঙ্গে যাঁরা কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের কাজে যেতেই হবে। এটা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন জেলা নেতৃত্বকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কর্মীসভায় নেতারা বলেছেন, অতীতে দেখা গেছে, বিরোধীদের ডাকা বন্‌ধে সাধারণ মানুষকে আমরা অফিস-কাছারিতে যেতে বলেছি, কিন্তু নিজেরা বাড়ি থেকে বের হইনি। এবার এরকম করা চলবে না। সাধারণ মানুষকে যেমন বলতে হবে, তেমনি দলের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কাজে যেতেই হবে। সাবধান করে বলেছেন, প্রয়োজনে বিষয়টি মনিটর করা হবে। এলাকাগত ভাবে যেমন দেখা হবে, তেমনি অফিস-আদালত, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে সংগঠনগতভাবেও দেখা হবে, বন্‌ধের দিনে কে অনুপস্থিত ছিলেন, কেন অনুপস্থিত ছিলেন।** রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বও সংগঠনের সদস্যদের জানিয়েছেন, অফিসে আসতে হবে, কোন কারণে আটকে গেলে সংগঠনকে জানাতে হবে।'' — এর নাম গণতন্ত্র ? আমরা তো চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, সিপিএম পুলিশ-প্রশাসন, ঠ্যাঙাড়েবাহিনী নামাবে না, আমরাও আমাদের কর্মীদের নামাব না। মানুষ রায় দিক তারা বন্‌ধ সমর্থন করে কি না। সিপিএম সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস দেখায়নি।

বন্‌ধের দিন প্রশাসনিক ব্যবস্থার বাস্তব চিত্রটা কেমন ছিল ? বন্‌ধের সমর্থনে আবেদন ও প্রচার করার গণতান্ত্রিক অধিকারটুকুও এস ইউ সি আই কর্মীদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, যেটা অন্য কোন দলের ক্ষেত্রে করা হয়না। বন্‌ধের দিন কলকাতা সহ জেলায় জেলায় সর্বত্র পুলিশ থিক্‌থিক্‌ করেছে, রাস্তায় পা ফেললেই কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ভোর থেকেই সি পি এম সমাজবিরোধীরাও হামলা করেছে। কলকাতার তালতলার মোড় থেকে ভোর ৫টায় তিনজন এস ইউ সি আই কর্মীকে সি পি এম সমাজবিরোধীরা মারতে মারতে তুলে নিয়ে যায়। মেদিনীপুরের মুগবেড়িয়া, বীরভূমের দুবরাজপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর সহ রাজ্যের নানা স্থানে একই ঘটনা ঘটেছে। **বন্‌ধের আগের দিন রাতে দলের কর্মীদের বাড়ি বাড়ি, এমনকী দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী দলের যে কমিউনে থাকেন, সেখানেও পুলিশ গিয়েছে।** বন্‌ধের দিন রেলস্টেশনে, বাসস্ট্যাণ্ডে বা রাস্তায় এস ইউ সি আই কর্মীদের দেখলেই পুলিশ, র‍্যাফ ও কম্যাণ্ডো বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিছু কিছু জেলায় পুলিশকে ডেকে এস ইউ সি আই কর্মীদের চিনিয়ে দিয়ে গ্রেপ্তার করিয়েছে সি পি এম ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী। অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও **এবার বন্‌ধ ভাঙতে কলকাতার লেনিন সরণিতে পুলিশ ও র‍্যাফের সঙ্গে ঘোড়সওয়ার পুলিশ নামানো হয়েছিল, যেটা ইতিপূর্বে কোনদিন দেখা যায়নি।**

ওয়েলিংটনে পুলিশ এস ইউ সি আই কর্মীদের গ্রেপ্তার করছে

কিন্তু এই বিপুল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আয়োজন করেও, মাইনে কাটার হুমকি দিয়েও বন্‌ধ ব্যর্থ করা যায়নি। কিছু টি ভি চ্যানেল ও সংবাদপত্র ১৭ই বন্‌ধে মানুষ সাড়া দেয়নি, এটা প্রচার করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিলেও, টি ভি-তে দেখানো ছবি ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন খুঁটিয়ে পড়লেই দেখা যাবে সেখানে বন্‌ধের সাফল্যের ছবিই ফুটে উঠেছে। যেমন, আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯ নভেম্বর সম্পাদকীয়তে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, ১৭ নভেম্বর ছিল আর পাঁচটা দিনের মতই কর্মমুখর এবং তাদের মতে, রাজ্যবাসী যে বন্‌ধের ডাকে সাড়া দেয়নি সেটা খুবই আনন্দের। অথচ, ঐ পত্রিকারই ১৮ নভেম্বর দক্ষিণবঙ্গ সংস্করণে বন্‌ধ সংক্রান্ত খবরের শিরোনাম দিয়েছে, ''বন্‌ধ ব্যর্থ করার আয়োজনে সাড়াই দিলনা আমজনতা''। সম্পাদকীয়র সঙ্গে সাংবাদিকদের লেখা বন্‌ধের চিত্রের এমন ফারাক অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। এ কারণে বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের অংশ ও হেডিংগুলি আমরা এবার অন্যত্র প্রকাশ করেছি। অন্যদিকে সর্বভারতীয় যে টি ভি চ্যানেলগুলি, যেমন এন ডি টি ভি, সাহারা ও আজতক, বন্‌ধের যে সচিত্র সংবাদ পরিবেশন করেছে, তাতে বলা হয়েছে, ১৭ই বন্‌ধ সম্পূর্ণ সফল। রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী স্বয়ং বলেছেন, ''রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া থাকলেও লোক ছিলনা।'' (প্রতিদিন, ১৮-১১-০৪)

কেন লোক ছিলনা ? সে কি এস ইউ সি আই কর্মীদের ভয়ে ? ঘটনা হল, ১৭ই রাজ্যের কোথাও একটি টিলও পড়েনি, কোথাও অবরোধে বাস-ট্রাম-ট্রেন অচল হয়নি, পিকেটিং করে কাউকে আটকানো হয়নি, বন্‌ধ করার জন্য কারুর ওপর জোরজুলুম করা হয়নি, বরং বন্‌ধ ভাঙবার জন্যই পুলিশ ও সিপিএম ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী নানা জায়গায় জোরজুলুম চালিয়েছে। এস ইউ সি আই-এর ডাকা বন্‌ধে এমনটাই যে হয়, একথা পশ্চিমবঙ্গের জনগণ যেমন জানেন, তেমনই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের মালিকগোষ্ঠী, যাঁরা এই বন্‌ধের বিরুদ্ধতা করেছেন, তাঁরাও মানুষ যাতে নির্ভয়ে কাজে যোগ দেয় তার জন্য তাদের আশ্বস্ত করেছেন। ১৭ নভেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকা ''কাজে যোগ দিন'' এই শিরোনামে লিখেছিল, ''এস ইউ সি'র সমর্থকরা সব ব্যাপারে গায়ের জোর দেখান এমনও নয়। প্রতি বছর অত্যাবশ্যক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে তাহারা রাস্তায় নামেন এবং পুলিশের হাতে নিগৃহীত হন। মার দেওয়া অপেক্ষা মার খাওয়াতেই যেন তাহাদের আসক্তি বেশি। সেই দলের ডাকা বন্‌ধে সাড়া না দিয়া জনসাধারণ অনায়াসেই নিজ নিজ কাজে যোগ দিতে বাহির হইতে পারেন। আহ্বায়করা দাবি করিয়াছেন, নাগরিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁহাদের আন্দোলন সমর্থন করিতে আগাইয়া আসিবেন। নাগরিকরা যদি স্বেচ্ছায় সমর্থন না করেন, তবে তাঁহাদের সকলেরই কাজে বাহির হওয়ার দায়িত্ব রহিয়াছে। ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহারা নিরুপায় কিম্বা ভীত সন্ত্রস্ত, এই বন্‌ধটির বেলায় অন্তত তেমন অজুহাত অচল।''

এই পত্রিকারই পরের দিনের সংবাদ থেকেই পরিষ্কার যে, এস ইউ সি আই কর্মীরা কোথাও জোরজুলুম করেনি, এবং বন্‌ধ সর্বাত্মক হয়েছে, অতএব, জনগণ যে স্বেচ্ছায় এই বন্‌ধে সামিল হয়েছিলেন, একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এবং এর দ্বারা বন্‌ধ ব্যর্থ করার সরকারি ও সি পি এমের বিপুল আয়োজনকে জনগণই যে ব্যর্থ করে দিয়েছেন, এটাও প্রমাণিত হয়ে যায়। টি ভি চ্যানেল ও সংবাদপত্র রাইটার্স বিল্ডিংস্‌ ছাড়া রাজ্যের অন্য কোন অফিসের ছবি দেখাতে পারেনি, আর রাইটার্সের সবটাই সাজানো, কারণ, ট্রেন, ট্রাম, বাসে না উঠে সবাই কি পায়ে হেঁটে অফিসে-কারখানায় গেছে ? একটি টি ভি চ্যানেল দেখিয়েছে যে, সিনেমা হলে ঢোকার সময়ে যেমন লাইন পড়ে, ঠেলাঠেলি হয়, রাইটার্সে তাই হয়েছে যা পরিকল্পিতভাবে সাজানো ছাড়া কখনই হতে পারেনা। ফলে এর কত ভাগ সত্যই সরকারি কর্মচারী, আর কত ভাগ সেদিন ক্যামেরার জন্য বানানো সরকারি কর্মচারী, সেটা জনগণ বোঝেন। ১৭ই অফিস করেছেন, এটা দেখাতে বহু অফিসে আগের দিন কর্মচারীদের দিয়ে সই করিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এত করেও সি পি এম বন্‌ধ ঠেকাতে পেরেছে কি ? বন্‌ধের বিরুদ্ধে সি পি এমের সমস্ত পদক্ষেপই প্রমাণ করে, বন্‌ধের পক্ষে জনসমর্থন কত প্রবল ছিল। শুধু অফিস বা জেলা কোর্টগুলিই নয়, খোদ যে হাইকোর্ট বন্‌ধের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে, সেখানেও পুরোপুরি বন্‌ধ হয়েছে। এমনকী যে রাজ্য সরকার বেতন কাটার হুমকি দিয়েছিল সরকারি কর্মচারীদের বিশেষত সি পি এম সংগঠনের কর্মচারীদের, ১৭ই বন্‌ধে ব্যাপক অংশগ্রহণ দেখে সেই সরকারেরই শ্রমমন্ত্রী ঐদিন সন্ধ্যায় ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন, 'যাদের ছুটি আছে, তাদের বেতন কাটা যাবে না'।

সরকার ও শাসকদলের সৃষ্ট নজিরবিহীন প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়িয়ে জনগণ যেভাবে এবার ১৭ নভেম্বরের বাংলা বন্‌ধকে সফল করলেন, তার জন্য আমরা আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে তাঁদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই। ১৭ নভেম্বরের বাংলা বন্‌ধ আবার ইতিহাসের এই শিক্ষাকেই তুলে ধরল যে, জনগণের বাঁচার আন্দোলনকে দমনপীড়ন অত্যাচার দিয়ে কোনদিন ধ্বংস করা যায় না, বরং শোষণবিরোধী আন্দোলনকে তা অধিকতর তীব্র করে। ইতিহাসের এই শিক্ষাকে পাল্টে দেওয়ার সাধ্য কারোর নেই।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06 R. No 5268 / 60

বন্‌ধ চিত্র জেলায় জেলায়

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net